

## অধ্যায়-৬: স্পেনে উমাইয়া শাসন

**প্রশ্ন ১** রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে যুবরাজ আলাল রাজ্যহারা হন। বাস্তবিকতায় যুবরাজ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে আশ্রয়ের সন্ধানে পথে-প্রান্তরে ঘুরতে থাকেন। অবশেষে বহু প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এ যুবরাজ দূরবর্তী অঞ্চলে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় লাভ করেন। অতঃপর রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগ নিয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যে আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নেন এবং স্থায়ী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

(৩০ বো. ১৭)

- ক. স্পেন কোন মহাদেশে অবস্থিত? ১
- খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিহিংসার স্বরূপ প্রথম আব্দুর রহমানের ক্ষেত্রে কীরূপ ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের যুবরাজ আলালের রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে প্রথম আব্দুর রহমানের আমিরাত প্রতিষ্ঠার একটি তুলনামূলক বিবরণ দাও। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** স্পেন ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত।

**খ** প্রথম আব্দুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেন।

প্রথম আব্দুর রহমান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শনে তিনি কুষ্ঠাবোধ করতেন না। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি তার গতিপথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে একক শক্তি দিয়ে নির্মূল করতেন। আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের বিরুদ্ধে খলিফা আল মনসুর একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আদ-দাখিল আল মনসুরের সেনাপতিকে পরাজিত করে তার ছিন্ন মস্তক ও একটি চিঠিসহ আল মনসুরের দরবারে প্রেরণ করেন। তার এ অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেছেন।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিহিংসার স্বরূপ প্রথম আব্দুর রহমানের ক্ষেত্রেও একই রকম ছিল।

উমাইয়া ও আব্বাসি দ্বন্দ্ব ছিল দীর্ঘদিনের। তাদের যে কোনো এক গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসলে অন্যদের চরমভাবে দমন-পীড়ন চালাত। উমাইয়াদের সরিয়ে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসলে আব্দুর রহমান ভাগ্য বিপর্যয়ের শিকার হন।

উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটিয়ে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের নৃশংসভাবে হত্যা শুরু করে। এই নৃশংসতার হাত থেকে কেবল উমাইয়া যুবরাজ আব্দুর রহমান রক্ষা পান। তিনি পালিয়ে গিয়ে উত্তর আফ্রিকার সিউটায় মামার আশ্রয় লাভ করেন এবং একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে যুবরাজ আলাল যেমন রাজ্য হারা হন, একইভাবে আব্বাসিদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি ও নৃশংসতার শিকার হয়ে প্রথম আব্দুর রহমান নিজ বাস্তুভূমি ত্যাগ করে পলায়ন করতে বাধ্য হন। দীর্ঘকাল পথে-প্রান্তরে ঘুরে নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে তিনি নিজেকে সুসংগঠিত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুবরাজ আলালের প্রতিহিংসার শিকার হওয়া এবং আব্বাসিদের ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতায় প্রথম আব্দুর রহমানের ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘটনা একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত যুবরাজ আলালের মতো প্রথম আব্দুর রহমানও নিজ প্রচেষ্টা ও একাগ্রতায় আমিরাত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন।

আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের অন্যতম কৃতিত্ব হচ্ছে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করা। বর্বর ইয়েমেনি ও খ্রিস্টানদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হলেও নিজ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং সামাজিক দক্ষতার বলে এ সকল বিপদ হতে তিনি মুসলিম রাজ্য স্পেনকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। যদিও তিনি একসময় আব্বাসীয়দের অত্যাচারের শিকার হয়ে পালিয়ে স্পেনে এসেছিলেন। উদ্দীপকের আলালও এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে রাজ্যহারা হন এবং পুনরায় নিজেকে সুসংগঠিত করে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

উদ্দীপকে আলাল রাজ্য দখলের ক্ষেত্রে যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন ঠিক একই ধরনের কৌশলের মাধ্যমে আব্দুর রহমানও স্পেন দখল করেন। শুধু কৌশল বা শাস্তি প্রস্তাব নয়, আব্দুর রহমান আদ-দাখিলকে 'মাসারা' নামক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এ যুদ্ধে স্পেনের শাসক ইউসুফ আল ফিহরি পরাজিত হলে আব্দুর রহমান স্পেন দখল করেন। স্পেনের তৎকালীন মুদারীয় শাসনকর্তা ইউসুফ আল ফিহরির কুশাসনে রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। হিমারীয়রা অতিষ্ঠ হয়ে আব্দুর রহমানকে স্পেন আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়। এ প্রেক্ষিতে তিনি ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে যান। তিনি বারবার, নির্যাতিত মুদারীয়দের ঐক্যবদ্ধ করেন। ফলে তার শক্তি বৃদ্ধি পায় ও যুদ্ধে জয়লাভ করে স্পেনে আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। আব্দুর রহমান যেমন রাজ্য দখল ও জনগণের মন জয় করেছিলেন, উদ্দীপকের আলালের ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের আলাল খলিফা আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের ন্যায় বিজিত অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে আমিরাত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন।

**প্রশ্ন ২** জনাব ফজলুল হক বাদশাহ আলীনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ফলে এলাকার কৃষি কাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি সরকারিভাবে বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতই উন্নত হয় যে, ব্যবসায়ীরা গভীর রাতে টাকা-পয়সা নিয়ে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে যাতায়াত করতে পারত। তিনি ভিক্ষাবৃত্তিও উচ্ছেদ করেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের জন্য তিনি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করেন। (৩০. দি. ঘ. সি. ব. ক. চ. বো. ১৭)

- ক. আদ-দাখিল বলা হয় কাকে? ১
- খ. তারিক বিন জিয়াদ ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উক্ত চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন শাসকের কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত শাসকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করা—মূল্যায়ন করো। ৪

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আব্দুর রহমানকে আদ-দাখিল বলা হয়।

**খ** মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত করে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

স্পেনের সিউটা ব্লীপের শাসক কাউন্ট জুলিয়ানের আমন্ত্রণ পেয়ে খলিফা আল ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে ৭১০ খ্রিস্টাব্দে মুসা ইবনে নুসায়ের

সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদকে স্পেনে পাঠান। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তারিক রাজা রডারিকের সম্মুখীন হন। সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের পর তারিক বিজয় লাভ করেন এবং রডারিক পরাজিত হয়ে নদীতে ডুবে প্রাণ হারান। তারিকের সুদক্ষ রণকৌশল আর সাহসী মনোভাবে স্পেনে ইসলামের পতাকা উত্তোলিত হয়। এ কারণেই তিনি ইতিহাসে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন।

উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডের সাথে আমার পঠিত স্পেনের উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আদ-দাখিল-এর কাজের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠায় আব্দুর রহমান আদ-দাখিল অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ক্ষমতায় আরোহণ করেই সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষায় তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি স্পেনে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। শিল্পকলা, স্থাপত্যশিল্প এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডেও তিনি অপরিসীম অবদান রেখেছেন। এ বিষয়গুলো উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আলীনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ফজলুল হক বাদশাহ জনগণের কল্যাণে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিসহ সাম্রাজ্যের উন্নয়নে তিনি নানা ধরনের পদক্ষেপ নেন। ঠিক একইভাবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসারা' নামক যুদ্ধে স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফকে পরাজিত ও নিহত করে স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করে নেন। ক্ষমতায় আরোহণ করে তিনি স্পেনের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সমগ্র রাজ্যকে ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। তিনি জনসাধারণের সুবিধার্থে একটি বৃহৎ অনিন্দ্য সুন্দর জলাধার নির্মাণ করেন। তার নির্মিত কর্ডোভা মসজিদটি ছিল তৎকালীন স্পেনীয় মুসলমানদের জন্য গৌরবের। এছাড়াও অসংখ্য মসজিদ, হাম্মাম, দুর্গ, পুল নির্মাণ করে তিনি মুসলিম ইতিহাসে অনন্যকীর্তি স্থাপন করেছেন। তাই বলা যায়, আব্দুর রহমানের এ কাজগুলোর সাথে উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

উক্ত শাসক তথা প্রথম আব্দুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করা— উক্তিটি যথার্থ।

স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার। আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। তার অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আকাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'আরবদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেছেন।

আকাসিদের গণহত্যা থেকে পালিয়ে আব্দুর রহমান বিন মুয়াবিয়া দীর্ঘ পাঁচ বছর মিসর, সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করার পরে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসারা' যুদ্ধের মাধ্যমে স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করেন এবং সেখানে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মে স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফের সঙ্গে 'মাসারা' নামক স্থানে আব্দুর রহমানের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আব্দুর রহমান বিজয় লাভ করেন এবং স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করেন। স্পেনে উমাইয়া বংশ বিপদমুক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তিনি দীর্ঘ ৩২ বছর সতর্কতা অবলম্বন করেন। এ সময় তিনি যে সকল বিদ্রোহ দমন করেন তা হলো— ইউসুফ ও স্যামুয়েলের বিদ্রোহ, ইয়েমেনি বিদ্রোহ, সেভিলের বিদ্রোহ, টলেডোর বিদ্রোহ প্রভৃতি। স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে ইউসুফের পুত্র, জামাতা এবং বার্সেলোনার গভর্নর ঐক্যবন্ধ হয়ে ফ্রান্সের শার্লম্যানকে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু ৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তাদের সম্মিলিত বাহিনী আব্দুর রহমানের নিকট পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত শার্লম্যান আব্দুর রহমানের সাথে সন্ধি করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, আব্দুর রহমান স্পেনে উমাইয়া বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন ৩ পিতামহের মৃত্যুর পর আব্দুর রহিম মাত্র ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যের সেচ প্রকল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। ফলে সাম্রাজ্যের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। তার সময়ে কমপক্ষে রাজ্যে ১,০০০ জাহাজ এবং শুল্ক রাজধানীতে ১৩,০০০ তাঁত শিল্প-কারখানা ছিল। তিনি বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের সমন্বয়ে একটি বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন, যা স্লাভ বাহিনী নামে পরিচিত ছিল।

[সকল বোর্ড-২০১৬: কক্সবাজার সরকারি কলেজ, সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ, চুয়াডাঙ্গা]

- ক. স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? ১
- খ. কর্ডোভাকে 'ইউরোপের বাতিঘর' বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে স্পেনে উমাইয়া যুগের কোন খলিফার ইজিাত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিতে উক্ত খলিফার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম তারিক বিন জিয়াদ।

খ. মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে 'ইউরোপের বাতিঘর' বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের সার্বিক উন্নয়নের মূলকেন্দ্র ছিল কর্ডোভা নগরী। একে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্নানাগার, বিপণি, উদ্যান, দুর্গ, প্রাসাদ দ্বারা সুসজ্জিত ছিল বলেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

গ. উদ্দীপকের আব্দুর রহিমের সাথে স্পেনে উমাইয়া যুগের খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের মিল পাওয়া যায়।

তৃতীয় আব্দুর রহমান ছিলেন মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন। এ শাসকের শাসনকালের কিছু কৃতিত্বপূর্ণ কাজের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় আব্দুর রহিমের কর্মকাণ্ডে।

আব্দুর রহিম মাত্র ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যের সেচ প্রকল্প ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। যার ফলে সাম্রাজ্যের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের সমন্বয়ে একটি বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন, যা স্লাভ নামে পরিচিত ছিল। খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের ক্ষেত্রেও এমনটি পরিলক্ষিত হয়। তিনিও ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সেচব্যবস্থার দ্বারা অনুর্বর ও পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনেন। ফলে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার প্রতি মনোযোগী হন। এ কারণে তিনি স্লাভ, বারবার, খ্রিষ্টান ও মুসলিম সৈন্যদের সমন্বয়ে ১,৫০,০০০ সৈন্যের বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের আব্দুর রহিমের সাথে স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের আব্দুর রহিমের মতো উক্ত খলিফা অর্থাৎ তৃতীয় আব্দুর রহমান কৃষি ও শিল্পের উন্নতিতে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আব্দুর রহিম রাজ্যের সেচ প্রকল্পের উন্নয়ন সাধন করেন। যার ফলে সাম্রাজ্যের কৃষি ও শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। অসাধারণ অবদানের কারণে তৃতীয় আব্দুর রহমানের রাজত্বকালেও কৃষি ও শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়।



তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলে নলযোগে পানি সরবরাহ করে অনূর্বর ভূমিকে শস্যশালিনী করা হতো। এ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা পর্যটকদের মধ্যে বিস্ময়ের উদ্বেক করত। এরূপ ব্যবস্থাপনার ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির সাথে সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি এবং শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। সে সময় স্পেনের উন্নতমানের রেশমি ও পশমি কাপড় সমগ্র ইউরোপে সমাদৃত ছিল। বয়ন শিল্পের পাশাপাশি সেখানে লোহা, ইস্পাত, চামড়া, কয়লা ইত্যাদি কারখানা গড়ে উঠেছিল। সমরাস্ত্র, বিশেষত শিরস্ত্রাণ ও তলোয়ার তৈরিতে স্পেন জগৎজোড়া ব্যাতি লাভ করেছিল। লৌহকপাট ও বাতি নির্মাণেও স্পেনের সুনাম ছিল প্রচুর। কর্ভোভার চামড়া নির্মিত দ্রব্যাদি ও সিল্ক গালিচা ইউরোপের বাজারে একচেটিয়া সুনাম অর্জন করেছিল। তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় কৃষি ও শিল্পের এতই উন্নতি হয়েছিল যে, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির জন্য কমপক্ষে ১,০০০ জাহাজ ছিল। এ সময় শুধু রাজধানীতেই ১৩,০০০ তাঁত শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল। উদ্দীপকের আব্দুর রহিমের সময়েও কৃষি ও শিল্পের এমন উন্নয়ন দৃষ্টিগোচর হয়। তার সময়েও ১,০০০ জাহাজ এবং শুধু রাজধানীতেই ১৩,০০০ তাঁত শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের আব্দুর রহিম এবং খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। যার কারণে তাদের সময়ে কৃষি ও শিল্পের অবিধ্বাস্য উন্নয়ন সাধিত হয়।

**প্রশ্ন ৮** ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে সুলতানপুরের শাকিল চৌধুরী পূর্বপুরুষের জমিদারি হতে বিতাড়িত হন। তিনি নিজের ঘনিষ্ঠ সহচরদের কয়েকজনকে নিয়ে দূরবর্তী মামার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং জমিদারির অংশবিশেষ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। শাকিল চৌধুরী এখানে অবস্থান গ্রহণের পর পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী শাসকের শান্তিপ্ৰস্তাব গ্রহণের ভান করে কৌশলে তার শাসিত অঞ্চল দখল করে নেয়। কিন্তু এতেও তার চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন হয় না। তাকে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। অবশেষে শুধু জয়লাভই নয় বরং তিনি জনগণের আস্থাও অর্জন করেন।

(সকল বোর্ড-২০১৪)

- ক. স্পেন ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী প্রণালির নাম কী? ১
- খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের শাকিল চৌধুরীর সাথে কোন উমাইয়া যুবরাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে জমিদারির অংশবিশেষ দখলের মতো উক্ত যুবরাজ দখলীকৃত অঞ্চলে কীভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তা বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** স্পেন ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী প্রণালির নাম হচ্ছে জিব্রাল্টার।
- খ** সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।
- গ** উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরীর সাথে উমাইয়া যুবরাজ প্রথম আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।  
উমাইয়া ও আব্বাসি দ্বন্দ্ব ছিল দীর্ঘদিনের। তাদের যে কোনো এক গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসলে অন্যদের চরমভাবে দমন পীড়ন চালাত। উমাইয়াদের সরিয়ে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসলে আব্দুর রহমান এমনই ভাগ্য বিপর্যয়ের শিকার হন।  
ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে সুলতানপুরের শাকিল চৌধুরী যেমন পূর্বপুরুষের জমিদারি হতে বিতাড়িত হয়ে দূরবর্তী মামার বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং পরবর্তীতে জমিদারির অংশ বিশেষ পুনরুদ্ধার করেন। তেমনি উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটিয়ে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের নৃশংসভাবে হত্যা শুরু করে। এই নৃশংসতার হাত থেকে কেবল উমাইয়া যুবরাজ আব্দুর রহমান রক্ষা পায়। তিনি পালিয়ে গিয়ে উত্তর আফ্রিকার সিউটায় মামার আশ্রয় লাভ করেন এবং একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে স্পেনে পুনরায় উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সুতরাং, উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরীর সাথে উমাইয়া যুবরাজ প্রথম আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।
- ঘ** সৃজনশীল ১ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ৫** 'আমর এ সঙ্গ' নামক কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বলেন, তিনি শ্রমিকদের ঔষুধতা আচরণ, কথায় কথায় কর্ম বিরতি ও শ্রমিক ধর্মঘট বরদাস্ত করবেন না, নিয়মিত কাজ করতে হবে, নিয়মশৃঙ্খলা ও কাজে দক্ষতা বাড়াতে হবে। তবেই তাদের দাবী দাওয়া কোম্পানি মেনে নেবে। তাছাড়া তিনি নতুন ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি, সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ ও শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা দান করে কোম্পানিকে সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলেন। তার দক্ষতা ও সুখ্যাতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

(আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মজিবিলা, ঢাকা)

- ক. সুলতানা তারুবা কে ছিলেন? ১
- খ. কর্ভোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বক্তব্যটি স্পেনের কোন উমাইয়া শাসকের বক্তব্যের অনুরূপ? - ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

#### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** সুলতানা তারুবা ছিলেন স্পেনের উমাইয়া শাসক দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের (আসওয়াত) স্ত্রী।
- খ** মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ভোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।  
উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের সার্বিক উন্নয়নের মূলকেন্দ্র ছিল কর্ভোভা নগরী। একে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যপূর্ণ নগরী ছিল। কর্ভোভার কারুকার্যচর্চিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্নানাগার, বিপণি, উদ্যান, দুর্গ, প্রাসাদ দ্বারা সুসজ্জিত ছিল বলেই কর্ভোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বক্তব্যটি স্পেনের উমাইয়া শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের বক্তব্যের অনুরূপ।

৯১২ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় আব্দুর রহমান স্পেনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এ সময়ে স্পেনে নানারকম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তিনি সমগ্র স্পেনে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, তার অধীনে কোনো বিদ্রোহী, সন্ত্রাসী, জুলুমবাজের স্থান হবে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তিনি শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এভাবে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনসহ রাজ্যের উন্নতিতে তার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যা উদ্দীপকের ঘটনায় লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'আমর এ সঙ্গ' কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কোম্পানির উন্নতির জন্য শ্রমিকদের নিয়মিত কাজ করা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি ঘোষণা করেন। একইভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমান রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে স্পেনকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান নেন। তিনি বিদ্রোহীদের দমনে স্নাত বাহিনী গঠন করেন। উমর বিন হাফসুনের বিদ্রোহ দমনসহ সেভিল ও কারমেনির বিদ্রোহ দমনে এ বাহিনী বিশেষ ভূমিকা রাখে।

মধ্যযুগীয় মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে তৃতীয় আব্দুর রহমানের রাজত্বকাল সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। তিনি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ স্পেনে শান্তি-প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধিতে যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন এজন্য তাকে স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়ে থাকে। তার সুশাসনের ফলে মুসলিম স্পেন একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়।

সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে তৃতীয় আব্দুর রহমানের স্পেন রক্ষার ঘোষণা সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ** 'আমর এ সঙ্গ' কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কর্মকাণ্ডের নিরিখে উক্ত শাসক অর্থাৎ তৃতীয় আব্দুর রহমান ছিলেন মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের সুশাসনের ফলে মুসলিম স্পেন একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তিনি শত্রুদের কঠোর হস্তে দমন করেন। সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ে তোলার জন্য তিনি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনকল্পে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।



অবিরত যুদ্ধের ফলে স্পেনের মৃতপ্রায় অর্থনীতিতে তৃতীয় আব্দুর রহমান প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন এবং শূন্য রাজকোষকে পরিপূর্ণ করে তোলেন। তার রাজ্যের বার্ষিক আয় সকল খ্রিস্টান রাজাদের মিলিত রাজস্বের চেয়েও বেশি ছিল। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ন্যায়পরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও মহানুভব এই শাসক একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করে রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি অর্জনে বিশেষ অবদান রাখেন, যা তাকে মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদা দান করেছে। পরিশেষে বলা যায়, তিনি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ স্পেনে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি আনয়নে যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন সেজন্য তাকে মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়।

**প্রশ্ন ৬:** দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদী তার আমলা আলম খান লোদীর পুত্র দেলোয়ার খান লোদীকে অপমান করলে আলম খান পুত্রের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কাবুলের বাদশাহ বাবরকে দিল্লী আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান।

*বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পারদিক কলেজ, ঢাকা*

- ক. আরবরা কত সালে সিন্ধু জয় করেন? ১
- খ. কাকে এবং কেন আরব আলেকজান্ডার বলা হয়? ২
- গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে স্পেনের উমাইয়া যুগের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? লেখ। ৩
- ঘ. ইহার ফলাফল লেখ। ৪

#### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** আরবরা ৭১২ সালে সিন্ধু জয় করেন।

**খ.** অসাধারণ বীরত্বের জন্য উকবা বিন নাকিসকে আরব আলেকজান্ডার বলা হয়।

বিখ্যাত বীর উকবা বিন নাকিসকে খলিফা মুয়াবিয়া ১০,০০০ সৈন্যসহ উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। উকবা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উত্তর আফ্রিকার বারবারদের দমন করেন এবং ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে লিবিয়া ও তিউনিশিয়া দখল করে কায়রোয়ান নগরীতে উত্তর আফ্রিকার রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর উকবা আরও অগ্রসর হয়ে আলজেরিয়া ও মরক্কো দখল করে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত মুসলিম শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। আর রাজ্য বিস্তারে অসাধারণ বীরত্বের জন্যই উকবা বিন নাকিস ইসলামের ইতিহাসে আরব আলেকজান্ডার নামে পরিচিত।

**গ.** উদ্দীপকের ঘটনার সাথে স্পেনের উমাইয়া যুগের সিউটা বীপের শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ান কর্তৃক ওয়ালিদের সেনাপতি মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের আহ্বান জানানোর ঘটনার সাথে মিল পাওয়া যায়।

স্পেন ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রটি খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে বিজিত হয়। আর তৎকালীন স্পেনের রাজা ছিলেন গথিক বংশীয় এক বিলাসপ্রবণ ব্যক্তি। যার কুশাসনে স্পেনের সামাজিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। এর ফলে সেখানকার প্রাদেশিক শাসকগণ ও বাইরের আক্রমণের মাধ্যমে রাজার পতন প্রত্যাশা করছিলেন। উদ্দীপকেও এরূপ একটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদী তার আমলা আলম খান লোদীর পুত্র দেলোয়ার খান লোদীকে অপমান করলে আলম খান পুত্রের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কাবুলের বাদশাহ বাবরকে দিল্লী আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। অনুরূপভাবে স্পেনের সিউটা বীপের শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ান ও স্পেন আক্রমণের জন্য মুসলিম শাসককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। জুলিয়ান প্রথানুযায়ী তার সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিডাকে রাজকীয় আদব-কায়দা শেখানোর জন্য স্পেনের রাজা রডারিকের দরবারে প্রেরণ করলে রডারিক ফ্লোরিডার স্বীলতাহানি করেন। ফলে কাউন্ট জুলিয়ান কন্যার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সেনাপতি মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের জন্য আহ্বান জানান। এ ঘটনা উদ্দীপকের ঘটনারই প্রতিচ্ছবি।

**ঘ.** উদ্দীপকে ইজিটকৃত স্পেন বিজয়ের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

উদ্দীপকে কাবুলের বাদশাহ বাবর কর্তৃক দিল্লী আক্রমণের কথা মাধ্যমে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে স্পেন বিজয়ের প্রতি ইজিট করা হয়েছে। আর মুসলমানদের স্পেন বিজয় মূলত মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছিল।

স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যুগ-যুগান্তরের ধর্মযাজক ও অভিজাতশ্রেণির অন্যায় ও অত্যাচারের দীর্ঘ কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। ন্যায় ও সাম্যের ছকে গড়ে ওঠে নতুন সমাজব্যবস্থা। স্পেন বিজয়ের ফলে সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ন্যায়সংগতভাবে স্বীকৃত হয়। পুরাতন মালিকদের হাতে সম্পত্তি প্রত্যাবর্তিত হয়। কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি বিধানকল্পে নতুন নিয়ম প্রচলন করা হয়। এতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীভূত হয়। এছাড়া ভূমিকর ও নিরাপত্তা কর ধার্য করা হয় এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করা হয়। স্পেনে মুসলিম শাসনের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। বহুদিন পর রাস্তাঘাটগুলো ডাকাডাকা-জলদস্যুদের দখল থেকে মুক্ত হয়। মুসলমানদের বিচারব্যবস্থার ফলে স্পেনীয় খ্রিস্টান ও মুসলমানরা সুবিচার পায়। মুসলিম শাসনামলে স্পেনের ভূমিদাস ও ক্রীতদাসরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের স্বাধীনতা পায়। দীর্ঘদিনের ধর্মীয় নির্যাতন ও নিগ্রহের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে জনগণ সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায়, মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে।

**প্রশ্ন ৭:** রাসিন তার বাবার মুখে ইতিহাসের একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা শুনছিল। বলা হচ্ছে একটি রাজবংশের পতনের পর গণহত্যা থেকে রক্ষা পেয়ে জটিল যুবরাজ সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাবাবর জীবন যাপন করার পর ইউরোপ মহাদেশে একটি স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

*বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পারদিক কলেজ, ঢাকা*

- ক. কুরাইশদের বাজপাখি কাকে বলা হয়? ১
- খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ইউরোপে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ উক্ত আমিরাতের অবদান লিখ। ৪

#### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** আব্দুর রহমান আদ-দাখিলকে কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয়।

**খ.** মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের সার্বিক উন্নয়নের মূলকেন্দ্র ছিল কর্ডোভা নগরী। একে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্নানাগার, বিপণি, উদ্যান, দুর্গ, প্রাসাদ দ্বারা সুসজ্জিত ছিল বলেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

**গ.** উদ্দীপকের রাসিনের বাবার বর্ণিত ঘটনার সাথে আমার পঠিত স্পেনে উমাইয়া শাসনামলের আমির আবদুর রহমান আদ-দাখিলের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব ব্যক্তি কপর্দকহীন অবস্থা থেকে সৌভাগ্যের উচ্চ শেখরে আরোহণ করেছেন তাদের মধ্যে আবদুর রহমান আদ-দাখিল অন্যতম। তিনি আব্বাসি খলিফা আব্দুল আব্বাস আস-সাফফাহর উমাইয়া নিধনযজ্ঞ থেকে সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান এবং নিজ যোগ্যতাবলে ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করে ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩২ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। উদ্দীপকেও এমনি একটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের রাসিনের বাবার বর্ণিত ঘটনায় একজন আমীর একটি হত্যাকাণ্ড থেকে সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান এবং একাধিক যুদ্ধ



জয়ের পর স্বীয় বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আর রাজধানী নগরীকে জমকালো শহরে রূপদান করেন। অনুরূপভাবে আবদুর রহমান আদ-দাখিল আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাসের উমাইয়া নিধনযজ্ঞ থেকে সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে দামেস্কে পলায়ন করেন। পরবর্তীতে মাসারার যুদ্ধে জয়লাভ ও কয়েকটি বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজধানী কর্ডোভাকে একটি জমকালো নগরীতে পরিণত করেন। অবশেষে এ অদম্য সাহসী শাসক ৩২ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আবদুর রহমান আদ-দাখিলের সাদৃশ্য রয়েছে।

**খ** ইউরোপে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশে উক্ত আমিরাত অর্থাৎ স্পেনের উমাইয়া আমিরাত অসামান্য অবদান রেখেছে।

স্পেনে মুসলমানদের রাজত্ব মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করে। প্রায় ৮০০ বছর শাসন করে স্পেনকে গৌরবের শিখরে সমাসীন করার গৌরব অর্জন করে। স্পেনে মুসলমানরা অসংখ্য মাদ্রাসা, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্পেনে শিক্ষার মূলকেন্দ্র। এই আমিরাতের সময় সমগ্র স্পেনে সত্তরটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও এই সাম্রাজ্য অসামান্য অবদান রাখে।

উদ্দীপকে স্পেনের উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে আমিরাত ইউরোপের ইসলামি সংস্কৃতি বিকাশে অসামান্য অবদান রেখেছিল। শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, স্থাপত্য, মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণের মাধ্যমে এই আমিরাত তৎকালীন বিশ্বের শীর্ষে অবস্থান করে। ইসলামি সংস্কৃতি ইউরোপে ছড়িয়ে দিতে আরবি ব্যাকরণ এবং কুরআন পড়া ও লেখার উপর ভিত্তি করেই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই আমিরাতের পৃষ্ঠপোষকতায় কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ধর্মতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কর্ডোভা, সেভিল, মাগা ও গ্রানাডায় বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। এক্ষেত্রে আল কালী আরবি ভাষা তত্ত্ব ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ছিলেন। আল যুবাইদা ছিলেন একজন আরবি ব্যাকরণ বিশারদ। তাছাড়া বেশকিছু পণ্ডিত খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আরবি ভাষা, সাহিত্যচর্চায় ব্যাপক অবদান রাখেন। ইসলামি সংস্কৃতিকে ত্বরান্বিত করতে স্পেনের উমাইয়া আমিরাতগণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, স্পেনের উমাইয়া আমিরাতের শাসনামলে ইসলামি সংস্কৃতি ব্যাপক উন্নতি সাধন করে।

**প্রশ্ন ৮** বাতেন মৃধা গরিব ঘরের সন্তান। অনেক চেষ্টা এবং কষ্ট করে তিনি লেখাপড়া শেখে। অবশেষে আয় রোজগার করে ভাগ্য ফেরানোর জন্য শহরে আসে। শহরে বিভিন্নভাবে ভাগ্য বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়। কিন্তু সন্তাসীদের আক্রমণ তার জীবন বিধ্বস্ত করে তোলে। অবশেষে সন্তাসীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। আজ শহরে সে প্রতিষ্ঠিত একজন শিল্পপতি।

(শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ)

- ক. 'আদ-দাখিল' বলা হয় কাকে? ১
- খ. সিংহাসনে আরোহণের পর নানা প্রকার বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় কোন শাসক? কীভাবে? ২
- গ. উদ্দীপকে বাতেন মৃধার কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন খলিফার কর্মকাণ্ডের মিল আছে? কীভাবে তিনি স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বাতেন মৃধা কি প্রথম আব্দুর রহমানের প্রতিচ্ছবি ছিল? তুলনামূলক আলোচনা কর। প্রথম আব্দুর রহমানের কৃতিত্বের আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** প্রথম আব্দুর রহমানকে 'আদ-দাখিল' বলা হয়।

**খ** সিংহাসনে আরোহণের পর নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় উমাইয়া খলিফা আব্দুর রহমান আদ দাখিল।

আব্দুর রহমান আদ দাখিল ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় বিভিন্ন স্থানে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। যেমন ইউসুফ ও স্যামুয়েলের বিদ্রোহ, ইয়েমেনি বিদ্রোহ, সেভিলে বিদ্রোহ, টলেডোর বিদ্রোহ। তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এ সকল অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন। এছাড়া ফ্রান্সের শার্লম্যানের সাথে সন্ধি করেন।

**গ** উদ্দীপকের বাতেন মৃধার কর্মকাণ্ডের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের খলিফা প্রথম আব্দুর রহমানের কর্মকাণ্ডের মিল আছে। নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাসিদের গণহত্যা থেকে বেঁচে আব্দুর রহমান দীর্ঘ ৫ বছর মিসর, সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় পালিয়ে অবশেষে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন যা উদ্দীপকে বাতেন মৃধার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধের মাধ্যমে আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস সাফফাহ সিংহাসনে আরোহণ করে উমাইয়া বংশকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য এক বেপরোয়া পাইকারি হত্যায়ত্মক চালায়। সৌভাগ্যক্রমে আব্দুর রহমান এই নিধন থেকে রক্ষা পান এবং তিনি সিরিয়া, মিসর, প্যালেস্টাইন ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে প্রবাসী জীবন কাটান। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফের সঙ্গে মাসারা নামক স্থানে আব্দুর রহমানের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইউসুফ পরাজিত এবং পরে নিহত হলে আব্দুর রহমান স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করে নেন। কর্ডোভায় তার রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন।

**ঘ** হ্যাঁ, নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দিক দিয়ে বাতেন মৃধা প্রথম আব্দুর রহমানের প্রতিচ্ছবি ছিল।

আব্বাসিদের গণহত্যা থেকে পালিয়ে নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে প্রথম আব্দুর রহমান স্পেনে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। যা উদ্দীপকের বাতেন মৃধার কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি।

স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন করে আব্দুর রহমান একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। একটি দক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করে তিনি সকল বিদ্রোহের মূল উৎপাতন করেন। তার সেনাবাহিনীতে ২,০০,০০০ সদস্য। তিনি প্রশাসনকে সুদৃঢ় করতে ওয়াজির, হাজীব, খতিব, কাজী, সাহিব-আল সুরতা, কায়দ বা সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। তিনি বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে আবু আমর বিন মুয়াবিয়াকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন।

উদ্দীপকে বাতেন মৃধা অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় শহরে আসে। কিন্তু সন্তাসীদের আক্রমণে তার জীবন বিধ্বস্ত হয়ে ওঠে। এতদসত্ত্বেও তিনি সন্তাসীদের সমস্ত হামলা প্রতিহত করে শহরে একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি হয়েছেন। আর স্পেনের প্রথম আব্দুর রহমানও সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তার রাজত্বে অনেক স্বনামধন্য সাহিত্যিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, ভাষাবিদ, আইন বিশারদ হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। তাছাড়া তিনি শিল্পকলার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করেন। তিনিই বিশ্ববিখ্যাত কর্ডোভা মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়া তিনি অসংখ্য মসজিদ, হাম্মাম, দুর্গ, পুল নির্মাণ করে অক্ষয় কীর্তি রেখেছেন। আর দানশীলতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, উদ্দীপকের বাতেন মৃধা প্রথম আব্দুর রহমানের প্রতিচ্ছবি।

**প্রশ্ন ৯** মুণ্ড তার বাবার মুখে ইতিহাসের এক আমিরের নতুন আমিরাত প্রতিষ্ঠার গল্প শুনছিল। নতুন আমির অল্প বয়সে পিতৃ সিংহাসন হতে বঞ্চিত হয়ে রাজ পরিবারের অন্যান্যদের মৃত্যু স্বচক্ষে অবলোকন করে ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নদী পার হয়ে যান এবং সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাবাবর জীবনযাপন করার পর ইউরোপ মহাদেশে একটি স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ বত্রিশ বছর অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে উক্ত আমিরাতের শাসন কার্য পরিচালনা করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(নিউ গডা ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী)



- ক. কুরাইশদের বাজপাখি কাকে বলা হয়? ১  
খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২  
গ. ইউরোপে কোন দেশের শাসকের ঘটনাবলি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উক্ত শাসকের ইউরোপে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিক উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয় আব্দুর রহমান আদ-দাখিলকে।

খ. কর্ডোভা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের গৌরবের কেন্দ্র ছিল কর্ডোভা, যা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। আর এ কারণেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

গ. স্পেনে উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের ঘটনাবলি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

স্পেনের ইতিহাসে আব্দুর রহমানের আবির্ভাব এক রোমাঞ্চকর ও নাটকীয় ব্যাপার। আবুল আব্বাস আস সাফহার বেপরোয়া নিধনযজ্ঞের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী শত্রুর কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালান। উদ্দীপকে এমন একজন শাসক সম্পর্কে বলা হয়েছে, যিনি পিতৃ সিংহাসন হয়ে বঞ্চিত হয়ে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাবাবর জীবনযাপনের পর একটি স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। অনুরূপভাবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল জীবন বাঁচানোর জন্য পলায়ন করে কপর্দকহীন অবস্থায় আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান। পরবর্তীতে অনেক সাধনা করে তিনি সৌভাগ্যের স্বর্ণ শিখরে উপনীত হন। তার প্রচেষ্টায় স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি ৩২ বছর শাসনকালে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিদ্রোহ দমন করেন। বারবার ও ইয়েমেনি খ্রিস্টানদের আক্রমণকে সামরিক দক্ষতা বলে অভিহিত করেন এবং স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনায় স্পেনের প্রথম আব্দুর রহমানের স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে।

স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার। আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। তার অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'আরবদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেছেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ আব্দুর রহমান আদ-দাখিল স্বগোত্র হিমারীয় ও মুদারীয়দের নিয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে তাদের সহযোগিতায় স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর দীর্ঘ ৩২ বছর শাসন পরিচালনা করেন। শুধু অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, শান্তি-শৃঙ্খলাই তিনি স্থাপন করেননি বরং একটি দক্ষ ও কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থাও গড়ে তোলেন। বারবার, ইয়েমেনি ও খ্রিস্টানদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হলেও নিজ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং সামরিক দক্ষতার বলে এ সকল বিপদ হতে তিনি মুসলিম রাজ্য স্পেনকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও রাজা শার্লিমানের পরাস্তকরণে তার প্রশিক্ষিত ও অত্যন্ত দক্ষ সৈন্যদের ভূমিকা ছিল অনন্য। আব্দুর রহমান স্পেনে স্বৈচ্ছাতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সকল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আব্দুর রহমান আদ-দাখিল স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রঃ ১০ রাজধানী "X" শহর ছিল সমসাময়িক যুগের অনুপম ও ঐশ্বর্যশালী শহর। এ বংশের "M" নামক শাসক সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যের সেচ প্রকল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। তার সময়ে কমপক্ষে ১০০০ জাহাজ এবং শুধুমাত্র রাজধানীতেই ১৩,০০০ তাঁতশিল্প ছিল। তিনি বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের সমন্বয়ে একটি বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। এ বাহিনী স্লাভ বাহিনী নামে পরিচিত।

(শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা)

- ক. স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১  
খ. দ্বিতীয় আব্দুর রহমান যে চারজন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তাদের পরিচয় দাও। ২  
গ. উদ্দীপকে স্পেনে উমাইয়া যুগের কোন খলিফার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিতে উক্ত খলিফার কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমান আদ-দাখিল।

খ. দ্বিতীয় আব্দুর রহমান শাসনকালে চার ব্যক্তির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করার পর দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের উপর চার ব্যক্তির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। এরা হলেন- (১) ইয়াহিয়া-বিন-ইয়াহিয়া, (২) সজীতজ্ঞ জিরিয়াব, (৩) খোজা নাসের, (৪) সুলতানা তারুব। যারা তার শাসনকার্য পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে ইয়াহিয়া-বিন-ইয়াহিয়াকে তিনি রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করেন এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন।

গ. উদ্দীপকের 'M' নামক শাসকের সাথে স্পেনে উমাইয়া যুগের খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের মিল পাওয়া যায়।

তৃতীয় আব্দুর রহমান ছিলেন মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন। এ শাসকের শাসনকালের কিছু কৃতিত্বপূর্ণ কাজের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় 'M' নামক শাসকের কর্মকাণ্ডে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'M' শাসক মাত্র ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যের সেচ প্রকল্প ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। যার ফলে সাম্রাজ্যের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের সমন্বয়ে একটি বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন, যা স্লাভ নামে পরিচিত ছিল। অনুরূপভাবে খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের ক্ষেত্রেও এমনটি পরিলক্ষিত হয়। তিনিও ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সেচব্যবস্থার দ্বারা অনূর্বর ও পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনেন। ফলে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। এছাড়াও ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার প্রতি মনোযোগী হন। এ কারণে তিনি স্লাভ, বারবার, খ্রিস্টান ও মুসলিম সৈন্যদের সমন্বয়ে ১,৫০,০০০ সৈন্যের বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের 'M' নামক শাসকের সাথে স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'M' নামক শাসকের কৃতিত্ব তৃতীয় আব্দুর রহমানের কৃতিত্বের আংশিক প্রতিফলন মাত্র।

খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান দীর্ঘ ৪৯ বছর রাজত্ব করে উমাইয়া শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তিনি রাজ্যের উন্নয়ন সাধন করেন। যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি এবং শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। উদ্দীপকেও কৃষি ও শিল্পের এরূপ উন্নয়নের দিক লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের 'M' নামক শাসকের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামরিক বাহিনী গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদানের কথা উল্লেখ আছে। সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা লক্ষ করা যায় অনুরূপভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমানের ক্ষেত্রেও শিল্প ও কৃষির অবদান রয়েছে। কেননা তার সময়ে সেচব্যবস্থার দ্বারা পতিত ও অনূর্বর জমিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও উন্নয়ন করেন। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির জন্য জোর দেয়া হয়েছিল। তাঁতশিল্পেও তার অবদান ছিল। বিশেষত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। যা কৃষি ও শিল্পের উন্নতিকে আরো ত্বরান্বিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। যার কারণে তার সময়ে কৃষি ও শিল্পে অবিস্থাস্য উন্নয়ন সাধিত হয়।



**প্রশ্ন ১১** রহিমা তার বান্ধবীর সাথে স্পেনের এক মুসলিম শাসককে নিয়ে গল্প করছিল। যিনি ছিলেন স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান শাসক। তিনি স্পেনকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন।

*[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ]*

- ক. কুরাইশদের বাজপাখি কাকে বলা হয়? ১
- খ. উমর বিন হাফসুনের পরিচয় দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন শাসকের দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. উক্ত শাসক স্পেনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন- বিষয়টি মূল্যায়ন কর। ৪

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** বীরত্ব ও অসীম সাহসিকতার জন্য প্রথম আব্দুর রহমানকে কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয়।

**খ.** স্পেনের জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক ছিলেন উমর বিন হাফসুন। তিনি ৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে রোনদার নিকটবর্তী ইউনাইটেড জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল হাফস বিন উমর বিন জাফর। তার পৈতৃক আবাসভূমি ছিল স্পেনের রোবাস্টো অঞ্চলে। উমর বিন হাফসুন স্পেনের ইতিহাসে একজন প্রভাবশালী সংগঠক, সমরকুশলী ও আত্মপ্রত্যয়ী নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে তিনি ধূর্ত ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবেও নিজেকে শাসকবর্গের কাছে পরিচিত করেন।

**গ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তৃতীয় আব্দুর রহমান স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ ও গুণবান ছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ নানা প্রকার বিপদ থেকে স্পেনকে মুক্ত করে বাইরের শত্রুদের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে কিংবা কূটনৈতিক দক্ষতার মাধ্যমে পরাজিত করেন। এভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমান স্পেনের শত্রুদের শক্তি খর্ব করে রাজ্যের সুশৃঙ্খল অবস্থা বজায় রাখেন।

মধ্যযুগীয় মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে তৃতীয় আব্দুর রহমানের রাজত্বকাল সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। তিনি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ স্পেনে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধিতে যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন এজন্য তাকে স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়ে থাকে। তিনি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সাধনকল্পে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি নলযোগে পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে পতিত ও অনুর্বর জমিও চাষের উপযোগী করে তোলেন। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষির পাশাপাশি তিনি শিল্প-কারখানার প্রতিও গুরুত্ব দেন। তার সময়ে রাজধানীতেই ১৩ হাজার তাঁতশিল্প ছিল। তার সুশাসনের ফলে মুসলিম স্পেন একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়। উদ্দীপকে যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

**ঘ.** সৃজনশীল ১৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ১২** জনাব আহসান গোবিন্দপুর এলাকার খলিফা। তার সময়ে তিনিসহ আরও তিনটি দেশে খলিফা শাসন করত। তিনি খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর একজন জাতীয় বীরকে পরাজিত করেন। তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা চালু করেন। তার সময় আইন-শৃঙ্খলা এতই উন্নত ছিল যে, ব্যবসায়ীরা গভীর রাতে টাকা-পয়সা নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যেত। তিনি শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত হন।

*[শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর]*

- ক. স্পেনের জাতীয়তাবাদী নেতা কে? ১
- খ. জোহরা প্রসাদ কে নির্মাণ করেন? এর পরিচয় দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন দেশের খলিফার কথা বলা হয়েছে? এ সময় অন্য কোন কোন দেশে খলিফা ছিল ও কারা? ৩
- ঘ. উদ্দীপকের খলিফার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে খলিফার মিল আছে তার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** স্পেনের জাতীয়তাবাদী নেতা উমর বিন হাফসুন।

**খ.** জোহরা প্রসাদ তৃতীয় আব্দুর রহমান নির্মাণ করেন।

মুসলিম স্পেনের স্থাপত্যের ইতিহাসে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের অনন্য কীর্তি ছিল আজ-জোহরা প্রাসাদ। আব্দুর রহমান তার পত্নী আজ-জোহরার অনুরোধে তারই নামে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মণিমুক্তা খচিত স্তম্ভরাজি ও অপূর্ব নকশা সম্বলিত কাঠের বীম, মার্বেল ও স্ফটিক পাথরে নির্মিত স্তম্ভের উপর বৃত্তাকার গম্বুজ, চৌবাচ্চা, বর্ণা ছিল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। এ প্রাসাদের ফটকে সম্রাজ্ঞী আজ-জোহরার একটি ভাস্কর্য ছিল।

**গ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত স্পেনের উমাইয়া শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের কথা বলা হয়েছে। যার সময়কালে বিশ্বে তিনটি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

স্পেনের উমাইয়া আমিরাতকে খিলাফতে পরিণত করে যিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন তিনি হলেন তৃতীয় আব্দুর রহমান। তৃতীয় আব্দুর রহমান ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। আর তার সময়কালে বিশ্বে আরো দুইটি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে একজন খলিফার কথা বলা হয়েছে। যিনি একজন জাতীয় বীরকে পরাজিত করেন এবং তার সময়ে আরও তিনটি দেশে খলিফা শাসন করত। এরূপ ঘটনা উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। কেননা তিনিই স্পেনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা উমর বিন হাফসুনকে পরাজিত করেন। আর তার শাসনকালেই পৃথিবীতে তিনটি খিলাফতের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। বাগদাদ ছিল আব্বাসি খিলাফত এবং তৎকালীন খলিফা ছিলেন আল মুকতাদির। মিসরে ফাতেমি খিলাফত খলিফা ছিলেন ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী এবং স্পেনের তৃতীয় আব্দুর রহমান ঘোষিত উমাইয়া খিলাফত। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, তৃতীয় আব্দুর রহমানের খিলাফতকালে বিশ্বে তিনটি খিলাফত বিদ্যমান ছিল।

**ঘ.** উদ্দীপকের আহসানের সাথে স্পেনের উমাইয়া শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে। কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের বাইরেও তার কৃতিত্ব পরিব্যাপ্ত ছিল।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। তিনি যে সময় ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, সে সময় তার সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে গোলযোগপূর্ণ। অসংখ্য বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি আন্দালুসিয়াকে রক্ষা করে পূর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ও শক্তিশালী করেছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বিপদ থেকে স্পেনকে রক্ষার পাশাপাশি বহিঃশত্রুর আক্রমণও প্রতিহত করেন। ফাতেমীয় ও বারবারদের পরাজিত করেন।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যিহুি বলেন, আব্দুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম স্পেনে বিশ্ব-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। স্পেনে তখন বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্কুল, পাঠাগার, এতিমখানা স্থাপিত হয়। এগুলোর ব্যয়ভার সরকার বহন করত। তার প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্চাত্যের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ হয়েছিল। এ সময় রাজধানী কর্ডোভাতে ৩০০ মসজিদ, ১০০ প্রাসাদ, ১,১৩,০০০ গৃহ এবং ৩৮০টি হাম্মামখানা ছিল। তার স্ত্রী জোহরার নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভার ৩ মাইল উত্তরে আজ-জোহরা নামে একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদ নির্মাণে তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ দিনার ব্যয় করেন। তিনি কর্ডোভার মসজিদের উত্তর দিকে একটি সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করেছিলেন। মিনারটি ২৭ ফুট চওড়া এবং ১০৮ ফুট উঁচু ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তৃতীয় আব্দুর রহমান অসামান্য অবদান রেখেছেন।

**প্রশ্ন ১৩** জনাব ইসমাইল বাগবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করার ফলে এলাকায় কৃষি কাজের উন্নয়ন হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্রে গড়ে তোলেন। ইউনিয়নের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতই উন্নত ছিল যে, ব্যবসায়ীরা গভীর রাতে টাকা-পয়সা নিয়ে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে যাতায়াত করতে পারত। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ করেন। এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের চলাফেরার জন্য তিনি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করেন।

(আর.ডি.এ. লাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বাগুড়া)

- ক. স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? ১  
খ. 'কুরাইশদের রাজপাখি' কাকে এবং কেন বলা হয়? ২  
গ. উদ্দীপকের বাগবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন উমাইয়া শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উক্ত উমাইয়া শাসকের অন্যান্য কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

#### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয় ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।

**খ** প্রথম আব্দুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের রাজপাখি' বলে অভিহিত করেন।

প্রথম আব্দুর রহমান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শনে তিনি কুষ্ঠাবোধ করতেন না। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি তার গতিপথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে একক শক্তি দিয়ে নির্মূল করতেন। আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের বিরুদ্ধে খলিফা আল মনসুর একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আদ-দাখিল আল মনসুরের সেনাপতিকে পরাজিত করে তার ছিন্ন মস্তক ও একটি চিঠিসহ আল মনসুরের দরবারে প্রেরণ করেন। তার এ অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের রাজপাখি' বলে অভিহিত করেছেন।

**গ** বাগবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের সাথে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনকালে স্পেনের সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত। নলযোগে পানি সরবরাহ করার ফলে তার শাসনকালে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তাছাড়া শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নয়নের জোয়ার এসেছিল। তার সময়কার সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক ছিল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এতে করে বণিক ও পথিকগণ সর্বাপেক্ষা দুর্গম অঞ্চলেও অত্যাচার ও বিপদের সামান্যতম আশঙ্কা ব্যতীত ভ্রমণ করতে পারত। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হতো।

উদ্দীপকে বাগবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কথা বলা হয়েছে। তিনি কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিলেন। তার সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ করেন এবং যাতায়াতের জন্য ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করেন। অনুরূপভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। জনগণের চলাফেরার সাম্রাজ্যে সমৃদ্ধির ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছিল। জনগণ একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাফেরা করার সময় পদদ্বজে যেত না। তারা সর্বদা এবং প্রায় সকলেই খচ্চর কিংবা ঘোড়ায় চরে যাতায়াত করত। খলিফা নিজেও জনগণের জন্য ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন করেন। সুতরাং বলা যায় যে, চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডের সাথে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের সাথে স্পেনের উমাইয়া শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে। কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের বাইরেও তার কৃতিত্ব পরিব্যপ্ত।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন। তিনি যে সময় ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, সে সময় তার সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে গোলযোগপূর্ণ। অসংখ্য বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি আন্দালুসিয়াকে রক্ষা করে পূর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ও শক্তিশালী করেছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বিপদ থেকে স্পেনকে রক্ষার পাশাপাশি বহিঃশত্রুর আক্রমণও প্রতিহত করেন। ফাতেমীয় ও বারবারদের পরাজিত করেন।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। হিট্রি বলেন, আব্দুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম স্পেন বিশ্ব-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। স্পেনে তখন বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্কুল, পাঠাগার, এতিমখানা স্থাপিত হয়। এগুলোর ব্যয়ভার সরকার বহন করত। তার প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্চাত্যের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ হয়েছিল। এ সময় রাজধানী কর্ডোভাতে ৩০০ মসজিদ, ১০০ প্রাসাদ, ১,১৩,০০০ গৃহ এবং ৩৮০টি হাম্মামখানা ছিল। তার স্ত্রী জোহরার নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভার ৩ মাইল উত্তরে আজ-জোহরা নামে একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদ নির্মাণে তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ দিনার ব্যয় করেন। তিনি কর্ডোভার মসজিদের উত্তর দিকে একটি সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করেছিলেন। মিনারটি ২৭ ফুট চওড়া এবং ১০৮ ফুট উঁচু ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তৃতীয় আব্দুর রহমান অসামান্য অবদান রেখেছেন।

**প্রশ্ন ১৪** ফয়সাল ইতিহাস পড়ে জানতে পারে, একজন বিখ্যাত শাসনকর্তা সৌভাগ্যবশত গণহত্যা থেকে প্রাণে বেঁচে যান। বিভিন্ন স্থানে পাঁচ বছর আত্মগোপনে থাকার পর "S" নামক স্থানে জবরদখলকারী শাসনকর্তাকে পরাজিত করে স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবেই বিতাড়িত, গৃহহীন পলাতক যুবক তার উচ্চাভিলাষের শীর্ষে আরোহণ করে।

(দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর)

- ক. কোন খলিফার আমলে স্পেন বিজিত হয়? ১  
খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২  
গ. ফয়সালের পঠিত শাসনকর্তার সাথে তোমার পঠিত কোন স্পেনীয় শাসকের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. তোমার পঠিত শাসকের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের আমলে স্পেন বিজিত হয়।

**খ** কর্ডোভা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের গৌরব কেন্দ্র ছিল কর্ডোভা, যা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। আর এ কারণেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের ফয়সালের পঠিত শাসনকর্তার সাথে স্পেনের উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের সাদৃশ্য রয়েছে।

স্পেনের ইতিহাসে আব্দুর রহমানের আবির্ভাব এক রোমাঞ্চকর ও নাটকীয় ব্যাপার। আবুল আব্বাস আস সাফফার বেপরোয়া নিধনযজ্ঞের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী শত্রুর কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালান।



উদ্দীপকে এমন একজন শাসক সম্পর্কে বলা হয়েছে যিনি পিতৃ সিংহাসন হয়ে বঞ্চিত হয়ে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাযাবর জীবনযাপনের পর একটি স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। অনুরূপভাবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল জীবন বাঁচানোর জন্য পলায়ন করে কপদকহীন অবস্থায় আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান। পরবর্তীতে অনেক সাধনা করে তিনি সৌভাগ্যের স্বর্ণ শিখরে উপনীত হন। তার প্রচেষ্টায় স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি ৩২ বছর শাসনকালে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের দমন করেন। বারবার ও ইয়েমেনি খ্রিস্টানদের আক্রমণকে সামরিক দক্ষতা বলে অভিহিত করেন এবং স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকের ঘটনায় স্পেনের প্রথম আব্দুর রহমানের স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে।

স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার। আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। তার অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'আরবদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেছেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ আব্দুর রহমান আদ-দাখিল স্বপোত্র হিমারী ও মুদারীয়দের নিয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে তাদের সহযোগিতায় স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর দীর্ঘ ৩২ বছর শাসন পরিচালনা করেন। শুধু অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, শান্তি-শৃঙ্খলাই তিনি স্থাপন করেননি বরং একটি দক্ষ ও কার্যকর প্রশাসন ব্যবস্থাও গড়ে তোলেন। বারবার, ইয়েমেনি ও খ্রিস্টানদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হলেও নিজ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং সামরিক দক্ষতার বলে এ সকল বিপদ হতে তিনি মুসলিম রাজ্য স্পেনকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও রাজা শার্লিমানের পরাস্তকরণে তার প্রশিক্ষিত ও অত্যন্ত দক্ষ সেনাদের ভূমিকা ছিল অনন্য। আব্দুর রহমান স্পেনে স্বৈচ্ছাতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সকল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আব্দুর রহমান আদ-দাখিল স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার।

**প্রশ্ন ১৫** বাংলাদেশ থেকে শিহাব রিয়াল মাদ্রিদের খেলা দেখতে স্পেনে গিয়েছিল। যেখানে গিয়ে সে জানতে পারে স্পেন এক সময় মুসলমানদের অধীনে ছিল। উমাইয়া বংশের এক বিখ্যাত খলিফার শাসনামলে স্পেন মুসলমানদের অধিকারে আসে। শুধু স্পেন নয় ভারতে মুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকারও এই বিখ্যাত খলিফার নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন মহাদেশ বিজয়ী এই অসাধারণ বিজেতা শাসকের কথা প্রথমবারের মতো মামুন জানতে পেরে খুশী হলো।

[রাজপুত্রেরা সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক. কত সালে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
- খ. 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয় কাকে এবং কেন বলা হয়? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন উমাইয়া খলিফার সাথে তুলনা করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. স্পেনে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উক্ত খলিফার ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ. প্রথম আব্দুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেন।

প্রথম আব্দুর রহমান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শনে তিনি কুঠাঝুট করতেন না। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি তার গতিপথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে একক শক্তি দিয়ে নির্মূল করতেন। আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের বিরুদ্ধে খলিফা আল মনসুর একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আদ-দাখিল আল মনসুরের সেনাপতিকে পরাজিত করে তার ছিন্ন মস্তক ও একটি চিঠিসহ আল মনসুরের দরবারে প্রেরণ করেন। তার এ অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেছেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বিজেতার সাথে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের তুলনা করা হয়েছে।

পিতার অনুকরণে আল ওয়ালিদ সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করে পূর্বাঞ্চলের শাসনভার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং পশ্চিমাঞ্চলের শাসনভার মুসা বিন নুসায়েরের উপর ন্যস্ত করেন। খলিফা আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। সাম্রাজ্য বিস্তারে তার রয়েছে অপরিমিত কৃতিত্ব। উদ্দীপকে তারই ইজিত দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে একজন বিখ্যাত উমাইয়া খলিফার কথা বলা হয়েছে। যার শাসনামলে স্পেন মুসলমানদের অধিকারে আসে। শুধু স্পেন নয়, ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকারও এই বিখ্যাত খলিফার নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঘটনাগুলোর মাধ্যমে মূলত উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের প্রতি ইজিত প্রদান করা হয়েছে। তার সময়ে স্পেন ও ভারতে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তার শাসনামলে ভারতে সিন্ধুর রাজা দাহিরের অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের কারণে তার পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আদেশে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু অধিকার করেন। এছাড়া আল ওয়ালিদ ইউরোপের স্পেন জয় করার জন্য মুসাকে প্রেরণ করেন। তার সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত ও হত্যা করে স্পেন জয় করেন। এভাবে তিনি তিন মহাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকেও খলিফা আল ওয়ালিদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি ইজিত করা হয়েছে।

স্পেনে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উক্ত খলিফা অর্থাৎ ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পিতার মৃত্যুর পর আল ওয়ালিদ পিতার সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। দশ বছরের রাজত্বকালে কয়েকজন সুযোগ্য সেনানায়কের সাহায্যে তিনি মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে স্পেন হতে পূর্বে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে মধ্য এশিয়ার ফরগানা হতে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

উদ্দীপকের উল্লিখিত শিহাব স্পেনে রিয়াল মাদ্রিদের খেলা দেখতে গিয়ে জানতে পারেন এক বিখ্যাত খলিফার শাসনামলে স্পেন মুসলমানদের অধিকারে আসে। উদ্দীপকের বিখ্যাত খলিফা মূলত আল ওয়ালিদেরই প্রতিচ্ছবি। আল ওয়ালিদ সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন। তার সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করে। আল ওয়ালিদ স্পেন জয়ের জন্য মুসাকে প্রেরণ করেন। তার সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত ও নিহত করেন। এভাবে তিনি আটলান্টিক হতে পিরেনীজ এবং ভারতের সিন্ধু হতে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

সুতরাং স্পেনে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল ওয়ালিদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

**প্রশ্ন ১৬** পিতামহের মৃত্যুর পর হেলাল মাত্র ১০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। একটি বিশৃঙ্খল ও প্রতিকূল অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি তার দেশকে সকল প্রতিবন্ধকতা হতে মুক্ত করে একটি শক্তিশালী ও সুসংহত রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তার দক্ষ পরিচালনার ফলে দেশের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ, শিল্প, স্থাপত্য সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তিনি তার স্ত্রী আবিদার নামে বিশাল ও দৃষ্টিনন্দন 'আবিদা প্রাসাদ' নির্মাণ করেন। যা ছিল যুগের বিস্ময়। তার রাজধানী ছিল অনুপম ও ঐশ্বর্যশালী। প্রাসাদ, গৃহ, অট্টালিকা, প্রস্তরবন, উদ্যান সব মিলিয়ে তার রাজধানী ছিল একটি তিলোত্তমা নগরী।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

- ক. মুসলিম শাসনামলে স্পেনের রাজধানীর নাম কী ছিল? ১
- খ. দ্বাদ্ধ বাহিনীর পরিচয় দাও। ২
- গ. 'আবিদা প্রাসাদের' সাথে তৃতীয় আব্দুর রহমান কর্তৃক নির্মিত কোন প্রাসাদের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের রাজধানীর সৌন্দর্য তৃতীয় আব্দুর রহমানের রাজধানীর সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির খণ্ডিত অংশ মাত্র'— বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুসলিম শাসনামলে স্পেনের রাজধানীর নাম ছিল কর্ডোভা।



**খ** স্নাভবাহিনী হলো তৃতীয় আব্দুর রহমান কর্তৃক গঠিত শক্তিশালী একটি সেনাবাহিনী।

আব্দুর রহমান আল নাসির বা তৃতীয় আব্দুর রহমান তার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন এবং বৈদেশিক হামলা প্রতিহত করতে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তার উপস্থিতি ও স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে সেনাবাহিনী উজ্জীবিত এবং শত্রুবাহিনী ভীত হয়। তিনি জার্মান, ফ্রান্সিস, ইটালিয়া বংশোদ্ভূত এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বিদেশিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী স্নাভবাহিনী গঠন করেন। তার অত্যন্ত বিধ্বস্ত স্নাভবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন নজদ নামক একজন স্নাভ।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত 'আবিদা প্রাসাদের' সাথে তৃতীয় আব্দুর রহমানের নির্মিত 'আজ-জোহরা' প্রাসাদের মিল রয়েছে।

আব্দুর রহমান স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, মসজিদ, হাম্মামখানা, অট্টালিকা নির্মাণ করে স্থাপত্য শিল্পের প্রসারে এ মহান শাসক অসামান্য অবদান রাখেন। তার অসাধারণ একটি স্থাপত্য হলো জোহরা প্রাসাদ। তিনি প্রাসাদ নির্মাণে ১০,০০০ কারিগর, গুস্তাদ ও শ্রমিক নিযুক্ত করেন। মণি-মুক্তা খচিত স্তম্বরাজি ও অপূর্ব নকশা সংবলিত কাঠের বীম, মার্বেল ও স্ফটিক পাথরের নির্মিত স্তম্ভের উপর বৃত্তাকার গম্বুজ। চৌবাচ্চা, ঝরনা, গজদণ্ড ও আবলুস কাঠের গবাক্ষ ছিল সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো।

উদ্দীপকে উল্লিখিত হেলালের নির্মিত 'আবিদা প্রাসাদের' সাথে তৃতীয় আব্দুর রহমানের নির্মিত 'জোহরা প্রাসাদের' সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। হেলাল তার স্ত্রীর নামে বিশাল ও দৃষ্টিমন্দন 'আবিদা প্রাসাদ' নির্মাণ করেন। অনুরূপভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমান তার স্ত্রী জোহরার অনুরোধে তারই নামে 'আজ-জোহরা' প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এটি 'আবিদা প্রাসাদের' মতো বিশাল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের 'আবিদা প্রাসাদের' সাথে 'আজ-জোহরা প্রাসাদের' সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের রাজধানীর সৌন্দর্য ওয় আব্দুর রহমানের রাজধানীর সৌন্দর্য ও শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধির খণ্ডিত অংশ মাত্র।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভায় এক নবযুগের সূচনা হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য কর্ডোভায় অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তৃতীয় আব্দুর রহমানের আমলে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। এছাড়া প্রাসাদ, অট্টালিকা, প্রসবন, উদ্যান প্রভৃতি মিলিয়ে কর্ডোভা একটি তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত হয়। উদ্দীপকেও এ নগরীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দীপকে একজন শাসকের কথা বলা হয়েছে। যার রাজধানী ছিল অনুপম ও ঐশ্বর্যশালী যেখানে প্রাসাদ, গৃহ, অট্টালিকা একটি শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করেছিল। কিন্তু এই রাজধানীর শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির কথা বলা হয়নি। অপরপক্ষে শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিল। ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, সংগীত, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্ডোভায় বিদ্যমান পণ্ডিত ও স্থাপত্যবিদগণ অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন। কর্ডোভাতে ২৭টি অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অসংখ্য লাইব্রেরিও ছিল। এছাড়া কর্ডোভায় অসংখ্য মাদ্রাসা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্পেনে শিক্ষার মূলকেন্দ্র। কর্ডোভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি রাজকীয় গ্রন্থাগারও গড়ে তোলা হয়। এ সময় স্পেনের শিক্ষা-সংস্কৃতির মান কত উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল যে বিশিষ্ট ডাচ পণ্ডিত ডোজি ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'প্রত্যেকেই পড়তে ও লিখতে পারে।'

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের চেয়ে তৃতীয় আব্দুর রহমানের রাজধানী অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল।

**প্রশ্ন ১৭** ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে আহমদাবাদের জামান ভুইয়া পূর্বপুরুষের জমিদারি হতে বিতাড়িত হন। তিনি কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে দূরবর্তী গ্রামে আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় নেন এবং জমিদারির অংশবিশেষ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে তিনি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তার এলাকা সম্প্রসারণ করেন এবং জনগণের আস্থাও অর্জন করেন।

[কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ]

ক. জিব্রান্টার প্রণালি কোথায় অবস্থিত? ১

খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের জামান ভুইয়ার সাথে উমাইয়া কোন যুবরাজের মিল রয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জমিদারির অংশবিশেষ দখলের মতো উক্ত যুবরাজ দখলীকৃত অঞ্চলে কীভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** স্পেন ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী জায়গায় জিব্রান্টার প্রণালি অবস্থিত।

**খ** সৃজনশীল ১ এর (খ) উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ** উদ্দীপকে জামান ভুইয়া সাথে উমাইয়া যুবরাজ প্রথম আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

উমাইয়া ও আব্বাসি স্বন্দ ছিল দীর্ঘদিনের। তাদের যে কোনো এক গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসলে অন্যদের চরমভাবে দমন পীড়ন চালাত। উমাইয়াদের সরিয়ে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসলে আব্দুর রহমান এমনিই ভাগ্য বিপর্যয়ের শিকার হন।

ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে আহমদাবাদের জামান ভুইয়া যেমন পূর্বপুরুষের জমিদারি হতে বিতাড়িত হয়ে দূরবর্তী আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং পরবর্তীতে জমিদারির অংশ বিশেষ পুনরুদ্ধার করেন। তেমনি উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটিয়ে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের নৃশংসভাবে হত্যা শুরু করে। এই নৃশংসতার হাত থেকে কেবল উমাইয়া যুবরাজ আব্দুর রহমান রক্ষা পায়। তিনি পালিয়ে গিয়ে উত্তর আফ্রিকার সিউটায় আশ্রয় লাভ করেন এবং একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে স্পেনে পুনরায় উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সুতরাং, উদ্দীপকে জামান ভুইয়ার সাথে উমাইয়া যুবরাজ প্রথম আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত জামান ভুইয়ার মতো প্রথম আব্দুর রহমানও নিজ প্রচেষ্টা ও একাগ্রতায় রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন।

আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের অন্যতম কৃতিত্ব হচ্ছে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করা। বর্বর ইয়েমেনি খ্রিস্টানদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হলেও নিজ বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা এবং সামাজিক দক্ষতার বলে এ সকল বিপদ হতে তিনি মুসলিম রাজ্য স্পেনকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। যদিও তিনি একসময় আব্বাসীয়দের অত্যাচারের শিকার হয়ে পালিয়ে স্পেনে এসেছিলেন। উদ্দীপকের জামান ভুইয়া এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে রাজ্যহারা হন এবং পুনরায় নিজেকে সুসংগঠিত করে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

উদ্দীপকের জামান ভুইয়া রাজ্য দখলের ক্ষেত্রে যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন ঠিক একই ধরনের কৌশলের মাধ্যমে আব্দুর রহমানও স্পেন দখল করেন। শুধু কৌশল বা শাস্তি প্রস্তাব নয়, আব্দুর রহমান আদ-দাখিলকে 'মাসারা' নামক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এ যুদ্ধে স্পেনের শাসক ইউসুফ পরাজিত হলে আব্দুর রহমান স্পেন দখল করেন। স্পেনের তৎকালীন মুদারীয় শাসনকর্তা ইউসুফের কুশাসনে রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। হিমারীয়রা অতিষ্ঠ হয়ে আব্দুর রহমানকে স্পেন আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়। এ প্রেক্ষিতে তিনি ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে যান। তিনি বারবার, নির্ধাতিত মুদারীয়দের ঐক্যবন্ধ করেন। ফলে তার শক্তি বৃদ্ধি পায় ও যুদ্ধে জয়লাভ করে স্পেনে



আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। আব্দুর রহমান যেমন রাজ্য দখল ও জনগণের মন জয় করেছিলেন, উদ্দীপকের জামান ভূঁইয়ার ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের জামান ভূঁইয়া খলিফা আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের ন্যায় বিজিত অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে আমিরাত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন।

**প্রশ্ন-১৮** তাহেরী বংশের ৯০ বছরের শাসন পতনের ৬ বছর পর আবছার অন্য স্থানে শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আবছার মেধা, সাহস ও মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে প্রাথমিক বিদ্রোহ দমন ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও প্রাসাদ নির্মাণ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

- ক. টুরসের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১
- খ. আজ-জোহরা প্রাসাদের পরিচয় দাও। ২
- গ. আবছারের ন্যায় পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ শাসকের উমাইয়া বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পটভূমি লেখ। ৩
- ঘ. “তিনি শুধু শিল্প ও স্থাপত্যের ধারক ছিলেন না বরং বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন।”— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** টুরসের যুদ্ধ ৭৩২ সালে সংঘটিত হয়।

**খ** তৃতীয় আব্দুর রহমান তার পত্নী জোহরার নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য কর্ডোভায় আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মুসলিম স্পেনের স্থাপত্যের ইতিহাসে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের অনন্য কীর্তি ছিল জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ। তৃতীয় আব্দুর রহমান ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভার ৩ মাইল উত্তরে Hill of the Bride এর পাদদেশে আজ-জোহরা প্রাসাদের নির্মাণ শুরু করেন। মণিমুক্তা খচিত এই প্রাসাদ নির্মাণে ১০,০০০ কারিগর, ওস্তাদ, শ্রমিকের পরিশ্রমে ৫০,০০,০০০ দিনার ব্যয় হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত আবছারের সাথে স্পেনের শাসক আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের মিল রয়েছে। জাবের যুদ্ধে উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের ফলে পতন ঘটে উমাইয়া খিলাফতের। প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসি বংশ। এ বংশের প্রথম খলিফা রক্তপিপাসু আবুল আব্বাস-আস সাফফা তার সিংহাসনকে সম্পূর্ণভাবে কণ্টকমুক্ত করার জন্য উমাইয়া বংশীয়দেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। দামেস্কের দশম খলিফা হিশামের দৌহিত্র বিশ বছরের যুবক আব্দুর রহমান ইবনে মুয়াবিয়া ভাগ্যক্রমে এ হত্যায়ুক্ত থেকে রক্ষা পান। দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি হুন্ডবেশে ফিলিস্তিন, মিসর এবং উত্তর আফ্রিকা ঘুরে ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সিউটায় গমন করেন। পরবর্তীকালে তিনি স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকে আবছার আব্দুর রহমানের মতই অত্যাচারের শিকার হয়ে অন্য স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এ সময় সেখানে শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। একইভাবে ‘আব্দুর রহমান’ পালিয়ে স্পেন গেলেও নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতাবলে একসময় স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং, তাহেরী বংশের ৯০ বছরের শাসন পতনের ৬ বছর পর আবছারের অন্য স্থানে শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

**ঘ** ‘প্রথম আব্দুর রহমান শুধু শিল্প ও স্থাপত্যের ধারক ছিলেন না বরং বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন’— উক্তিটি যথার্থ। আব্দুর রহমান আদ-দাখিল আব্বাসি শাসকদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে উত্তর আফ্রিকায় পলায়ন করেন। সেখান থেকে স্পেনে গিয়ে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রাজনৈতিক শোচনীয় অবস্থার সুযোগ নিয়ে স্পেন দখল করেন। উল্লিখিত উদ্দীপকের আবছারের ক্ষেত্রেও তেমনটি লক্ষ করা যায়।

স্পেনের শাসন ক্ষমতা লাভ করে আব্দুর রহমান বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যের শ্রী-বৃন্দিতে গুরুত্ব দেন। স্থাপত্যশিল্পের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি ৮০,০০০ দিনার ব্যয় করে কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণ করেন। এস. এম. ইমামুদ্দীন বলেন, “এই আমির কর্ডোভার বিখ্যাত মসজিদ নির্মাণে ৮০,০০০ দিনার ব্যয় করেন, যেটি সৌন্দর্য ও জাঁকজমকের দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্বের যে কোনো স্থাপত্যের সাথে তুলনীয়।” অসংখ্য মসজিদ, হামাম, দুর্গ নির্মাণ করে তিনি কর্ডোভাকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন। এছাড়া তিনি বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং জ্ঞানী-গুণীদের সমাদর করতেন। তার সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি মুতাহাসসা তার রাজদরবারে ছিলেন। সুতরাং উদ্দীপকের আবছার যেমন প্রাথমিক বিদ্রোহ দমন করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখেন আব্দুর রহমানও শিল্পস্থাপত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আব্দুর রহমান শুধু শিল্প ও স্থাপত্যের ধারক ছিলেন না বরং বিজ্ঞান ও সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

**প্রশ্ন-১৯** আসহাবুল ইসলামের ইতিহাস পড়তে গিয়ে দেখল, স্পেনে এমন একজন মুসলিম শাসক ছিলেন যাকে স্পেনের ত্রাণকর্তা ভাবা হতো। তিনিও তার স্ত্রীর নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। যা স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন।

[বেগম গাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

- ক. খলিফা হাব্বুনের মাতার নাম কী? ১
- খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে “ফাতহুম মুবীন” বলা হয় কেন? ২
- গ. উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উল্লিখিত ব্যক্তির স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** খলিফা হাব্বুনের মাতার নাম খায়জুরান।

**খ** হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানরা স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা লাভ করায় এটিকে ‘ফাতহুম মুবীন’ বা মহান বিজয় বলা হয়। আপাতদৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের অনুকূলে না থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বিজয় হয়েছিল। কারণ এই সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মহানবি (স) কে মহান নেতা ও মদিনার প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। আর মহানবি (স) এর বিচক্ষণতার এই সন্ধি মুসলমানদের স্বতন্ত্র পরিচয় এনে দিয়েছিল, যা ছিল মুসলমানদের প্রকৃত বিজয়।

**গ** উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে স্পেনের মুসলিম শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে। তৃতীয় আব্দুর রহমান যে সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন সে সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অভ্যন্তরীণ কলহে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বিশৃঙ্খলা ও গোলাযোগের দরুণ জানমালের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। তৃতীয় আব্দুর রহমান ক্ষমতায় আরোহণ করে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন এবং জনসাধারণের জীবন মানেরও উন্নতি ঘটান। উদ্দীপকেও এমনি একজন শাসক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উদ্দীপকে ইজিতকৃত শাসক তথা তৃতীয় আব্দুর রহমানকে স্পেনের ত্রাণকর্তা বলা হতো। কারণ তার শাসনামলে সমগ্র দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তিনি ক্ষমতা লাভের সময় রাজকোষ শূন্য পেলেও তার উন্নয়ননীতিতে তা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার বার্ষিক আয় ছিল ৬২ লক্ষ ৪৫ হাজার দিনার। এ অর্থ দিয়ে তিনি কর্ডোভাকে শিল্পে অন্যতম সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত করেন। তার রাজত্বকালে স্পেনের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও সাহিত্যের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। তিনি জনকল্যাণ সাধনের জন্য নামমাত্র মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি কেবল স্পেনের মুসলিম শাসনকেই রক্ষা করেননি বরং তিনি সেখানে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় সমৃদ্ধি আনয়ন করেন। সুতরাং উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির মধ্যে তৃতীয় আব্দুর রহমানেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ) উদ্দীপকে ইজিাতকৃত খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের নির্মিত স্থাপত্য শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে কর্ভোভার আজ-জোহরা প্রাসাদ চিরভাস্বর হয়ে আছে।

উমাইয়া খিলাফতের খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের দীর্ঘ রাজত্ব ছিল স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এবং গৌরবোজ্জ্বল যুগ। আজ-জোহরা প্রাসাদ স্পেনের স্থাপত্যের ইতিহাসে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের অনন্য কীর্তি ছিল। আব্দুর রহমান তার পত্নী আজ-জোহরার অনুরোধে তারই নামে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

তৃতীয় আব্দুর রহমান ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কর্ভোভার ও মাইল উত্তরে Hill of the Bride-এর পাদদেশে আজ-জোহরা প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি এ প্রাসাদ নির্মাণে ১০,০০০ কারিগর, গুস্তাদ ও শ্রমিক নিযুক্ত করেন। মণিমুক্তা খচিত স্তম্ভরাজি ও অপূর্ব নকশা সম্বলিত কাঠের বীম, মার্বেল ও স্ফটিক পাথরে নির্মিত স্তম্ভের উপর বৃত্তাকার গম্বুজ, চৌবাচ্চা, ঝর্ণা, গজদন্ড ও অফবুলসু মাঠের গবাঞ্চ ছিল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। এ প্রাসাদের ফটকে সম্রাজ্ঞী আজ-জোহরার একটি ভাস্কর্য ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ তৃতীয় আব্দুর রহমানের এক অনন্য কৃতিত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়।

**প্রশ্ন ২০** আলিনগরের জমিদারগণ রাজনগরের কাছে পরাজিত হয়ে তাদের জমিদারি হারায়। রাজনগরের জমিদারগণ আলিনগর জমিদার বংশের ওপর নৃশংস হত্যাজ্ঞা চালায়। আলিনগর জমিদার বংশের এক ব্যক্তি ভাণ্যক্রমে জীবনরক্ষা করে দূরে মামার বাড়ি আশ্রয় নেয়। সেখানে নিজেকে সংগঠিত করে পার্শ্ববর্তী একটি জমিদারি দখল করেন।

*[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

- ক. স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? ১
- খ. কর্ভোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আলিনগর জমিদার বংশের সাথে স্পেনের কোন উমাইয়া শাসকের মিল পাওয়া যায়? ৩
- ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্পেনের মুরদের অবদান পরবর্তীতে ইউরোপে রেনেসাঁর জন্ম দিয়েছিল- এ ব্যাপারে যুক্তি দেখাও। ৪

#### ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।

**খ** মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ভোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের সার্বিক উন্নয়নের মূলকেন্দ্র ছিল কর্ভোভা নগরী। একে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ভোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্নানাগার, বিপণি, উদ্যান, দুর্গ, প্রাসাদ দ্বারা সুসজ্জিত ছিল বলেই কর্ভোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

**গ** সৃজনশীল ১৪ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্পেনের মুরদের অবদান পরবর্তীতে ইউরোপে রেনেসাঁর জন্ম দিয়েছিল- উক্তিটি যথার্থ।

স্পেনীয় মুর সভ্যতায় ভাষা, সাহিত্য এবং দর্শন বিকাশ লাভ করেছিল। আল কালী (৯০১-৬৭) আরবি ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও অধ্যাপক ছিলেন। আল যুবাইদী ছিলেন একজন ব্যাকরণ বিশারদ। তাছাড়া বেশ কিছু পণ্ডিত আমির ও খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আরবি ভাষা, সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। বেন গেবিরোল, ইবনে তোফায়েল, ইবনে রুশদ ছিলেন মুসলিম স্পেনের প্রখ্যাত দার্শনিক। জ্ঞান-বিজ্ঞানে এ সমস্ত মুর স্পেনীয়দের অবদানেই পরবর্তীতে ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়েছিল।

উদ্দীপকে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠার প্রতি ইজিাত করা হয়েছে। মূলত স্পেনীয় মুর শাসকগণ অসংখ্য মাদ্রাসা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ভোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্পেনে শিক্ষার মূলকেন্দ্র। এ আমলে সমগ্র স্পেনে সত্তরটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও স্পেনীয় শাসকগণ ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। স্পেনীয় শাসকগণের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় কুরআন ব্যাখ্যা, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, কাব্য, ইতিহাস ও ভূগোলের ওপর ভিত্তি করে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কর্ভোভা, সেভিল, মালাগা ও গ্রানাডায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। এছাড়াও বিচারশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার প্রসারে স্পেনীয় শাসকগণ অনবদ্য, পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি স্পেনীয় শাসকগণ অনেক গ্রন্থাগারও গড়ে তুলেছিলেন। এ সমস্ত কার্যক্রমে স্পেনে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুশীলন শুরু হয়। যা সমগ্র ইউরোপকে প্রভাবিত করে এবং পরবর্তীকালে ইউরোপে যে রেনেসাঁর সূচনা হয় তার মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে মুসলিম স্পেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্পেনীয় মুরদের অবদান ইউরোপে রেনেসাঁর ক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকা পালন করে।

**প্রশ্ন ২১** দক্ষিণাঞ্চলের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আক্রমণে দেশটির রাজা ফখরুল বারবার জর্জরিত হয়েছেন। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গোলযোগ ও কলহ তাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। একটি গোত্রের উত্তরাঞ্চল জয়ের আশা তাকে ধুলিসাং করতে হয়েছে। এত সবার পরেও তার সুশাসনে দেশের সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করতো। নলযোগে পানি সরবরাহ, পতিতাবৃত্তি বিলোপ, নামমাত্র মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে জনসাধারণের জীবনমানের অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তিনি স্বীয় নামে মুদ্রাও প্রচলন করেন। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

- ক. প্রথম আব্দুর রহমান কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? ১
- খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে বাজপাখি বলা হয় কেন? ২
- গ. ফখরুলের চরিত্র ও কৃতিত্বের সাথে কোন শাসকের চরিত্র ও কৃতিত্বের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ফখরুলের চরিত্র ও কৃতিত্ব উক্ত শাসকের গুণাবলির আংশিক প্রতিফলন মাত্র— মূল্যায়ন কর। ৪

#### ২১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** প্রথম আব্দুর রহমান ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

**খ** প্রথম আব্দুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'আরবদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেন।

প্রথম আব্দুর রহমান ৩৩ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে একটি দক্ষ ও কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শনেও তিনি কুষ্ঠাবোধ করতেন না। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি তার গতিপথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে একক শক্তি দিয়ে নির্মূল করতেন।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজা ফখরুলের সাথে উমাইয়া শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের সামঞ্জস্য রয়েছে।

স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে তৃতীয় আব্দুর রহমান নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ ও গুণবান ছিলেন। তিনি রাজ্যকে গোলযোগপূর্ণ, কলহে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন বংশের সামন্ত সর্দারগণের মধ্যে বিভক্ত, অরাজকতা এবং উত্তরাঞ্চলের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিরামহীন আক্রমণে বিপন্ন দেখতে পেয়েছিলেন। তাই অভ্যন্তরীণ বিপদ হতে স্পেনকে মুক্ত করে তিনি বাইরের শত্রুর দিকে দৃষ্টি দেন এবং তিনি গোচরীয়ভাবে পরাজিত করে তাদের শক্তি খর্ব করেন।



উদ্দীপকের রাজা ফখরুল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আক্রমণ এবং বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সম্মুখীন হন। এ কারণে তিনি একটি অঞ্চল জয়ের আশা ত্যাগ করেন। তবে তিনি জনগণের জীবন মানের উন্নতির জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অনুবৃত্তভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমান উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টানদের বারবার আক্রমণসহ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। তবে জনকল্যাণের জন্য তৃতীয় আব্দুর রহমান দেশে নলযোগে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন যার ফলে তার শাসনকালে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। দেশের অর্থনীতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হতো। তার সময়ে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ ছাড়াও আর্থিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের রাজা ফখরুলের সাথে উমাইয়া শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের সামঞ্জস্য রয়েছে।

১৫ ফখরুলের চরিত্র ও কৃতিত্ব উক্ত শাসকের অর্থাৎ তৃতীয় আব্দুর রহমানের গুণাবলির আংশিক প্রতিফলন মাত্র-উক্তিটি যথার্থ। আব্দুর রহমান স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে সুদক্ষ ও গুণবান ছিলেন। তার সং গুণাবলির জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি তার রাজ্যের অরাজকতা, গোলযোগ দূর করে শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। অসংখ্য বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি আন্দালুসিয়াকে রক্ষা করেন। এবূপ অভ্যন্তরীণ বিপদ হতে রক্ষার পর তিনি বাইরের শত্রুর দিকে দৃষ্টি দেন। এজন্য ফাতেমিগণের স্পেন জয়ের আশাকে ধূলিসাৎ করেছেন। এছাড়া উত্তরাঞ্চলে খ্রিস্টানদের আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা করেন।

উদ্দীপকের রাজা ফখরুল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আক্রমণ প্রতিহত করাসহ নানাবিধ অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন করেন। তিনি নলযোগে পানি সরবরাহ এবং পতিতাবৃত্তির বিলোপ সাধন করেন। এছাড়া নামমাত্র মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনমানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেন। তবে তৃতীয় আব্দুর রহমান এ সমস্ত কার্যাবলি ছাড়াও আরও অনেক কাজ সম্পাদন করেন। তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। আব্দুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম স্পেন বিশ্ব সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। স্পেনে বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ, স্কুল, পাঠাগার, এতিমখানা, কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। তার এ সকল গুণাবলির জন্য তাকে মুঘল সম্রাট আকবর, বাগদাদের হাবুন-অর-রশিদ ও পারস্যের শাহ আব্বাসের সাথে তুলনা করা হয়। আব্দুর রহমান মধ্যযুগের শাসক হলেও তার যোগ্যতা, গুণাবলির জন্য তাকে আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিক হিষ্টি বলেন, ইতোপূর্বে কর্ডোভা কখনো এত সমৃদ্ধিশালী, আন্দালুসিয়া এত উন্নত এবং রাষ্ট্র এত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ফখরুলের চরিত্র ও কৃতিত্বে তৃতীয় আব্দুর রহমানের চরিত্র ও কৃতিত্বের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র।

২২ সমুদ্র তীরবর্তী দক্ষিণায়ন নামক অঞ্চলটি শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-সম্পদে বহুকাল ধরেই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মতোই অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। পাটোয়ারীরা দক্ষিণায়নে বসতি স্থাপনের পর তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলে এলাকার মানুষের সচেতনতা বাড়ে। বিশেষ করে পাটোয়ারী পরিবারের এক সন্তান কেরামত পাটোয়ারী সরকারের উচ্চপদে আসীন হলে এলাকায় তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। এতে শুধু দক্ষিণায়নেই নয় আশেপাশের এলাকার লোকজনও শিক্ষাদীক্ষা ও অর্থসম্পদে সমৃদ্ধি অর্জন করে।

[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]

- ক. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজা কে ছিলেন? ১  
খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয় কেন? ২  
ব্যাখ্যা কর।  
গ. কেরামত পাটোয়ারীর কার্যক্রমের সাথে স্পেনের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পার্শ্ববর্তী এলাকার মত উন্নত স্পেনের প্রভাবে যে এলাকা সমৃদ্ধ হয়েছিল তার মূল্যায়ন কর। ৪

ক. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজা ছিলেন রডারিক।

খ. সৃজনশীল ১ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. সৃজনশীল ১৪ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পার্শ্ববর্তী এলাকার মতো উন্নত স্পেনের প্রভাবে ফ্রান্স, জার্মানিসহ পুরো ইউরোপ সমৃদ্ধ হয়েছিল।

মুসলমানদের স্পেন অভিযানের পূর্বে স্পেনের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে তারিক বিন জিয়াদ কর্তৃক স্পেন বিজয় স্পেন তথা পুরো ইউরোপের ইতিহাসে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইউরোপীয়রা মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

উদ্দীপকের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দ্বারা ফ্রান্স, জার্মান, পর্তুগাল, অ্যাকুইটন প্রভৃতি অঞ্চল নির্দেশ করে। আর দক্ষিণায়ন মূলত স্পেনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পূর্বে এ সকল অঞ্চলের ন্যায় স্পেনেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ ছিল। অবশেষে তারিক বিন জিয়াদ কর্তৃক ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেন বিজয় একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মুসলমানদের উন্নত শাসনে স্পেনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। যার প্রভাব শুধু স্পেনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পুরো ইউরোপে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্স, জার্মান পর্তুগালসহ পুরো ইউরোপবাসী কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীতে উন্নত ইউরোপ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উন্নত স্পেনের প্রভাবে পার্শ্ববর্তী দেশ ফ্রান্স, জার্মান, পর্তুগালসহ পুরো ইউরোপ সমৃদ্ধশালী হয়েছিল।

২৩ শিল্প বিপ্লবের বদৌলতে ইংল্যান্ড এখন ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো অনেক সমৃদ্ধ দেশ। তিনি রাজধানীতে প্রাসাদ, মসজিদ, স্নানাগার, ফোয়ারা, স্কুল মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। ৫০ কোটি দিরহাম ব্যয়ে কাসর আল আবলাক নামক প্রাসাদ নির্মাণ করেন। হার্ভার্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মেধাবী শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ জ্ঞান চর্চা করত।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

- ক. দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন কে? ১  
খ. স্নান বাহিনী গঠন করা হয়েছিল কেন? ২  
গ. ইংল্যান্ডের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের রাজ্যের সমৃদ্ধির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. "কর্ডোভা নগরী মধ্যযুগীয় ইউরোপেই নয় গোটা বিশ্বে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলো ছড়িয়েছে" উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

## ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন খলিফা আল-হাকিম।

খ. তৃতীয় আব্দুর রহমান তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দিয়ে উপলব্ধি করেন যে, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে সাম্রাজ্যকে নিরাপদ রাখতে হলে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠনের বিকল্প নেই। তার এই চিন্তাধারা থেকেই পরবর্তীতে জার্মান, ফ্রান্সিস ও ইটালিয়ান বংশোদ্ভূত বিদেশিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা হয় যা স্নান বাহিনী নামে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি নজদ নামক একজন বিশিষ্ট স্নান প্রধানকে বাহিনীর সেনাপতিত্ব প্রদান করেছিলেন।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে স্পেনের তৃতীয় আব্দুর রহমানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সামঞ্জস্য রয়েছে। তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় স্পেনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। এসময় স্পেনে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। সেচব্যবস্থার দ্বারা অনুর্বর ও পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা করা হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিল্প-কারখানা স্থাপন করেন।



উদ্দীপকে ইংল্যান্ড শিল্প বিপ্লবের বদৌলতে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করে। ইংল্যান্ডের প্রশস্ত সব রাস্তা, সুরম্য হর্ম্যরাজী এমনভাবে আলোকোজ্জ্বল থাকে যে কেউ তা দেখলে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উপলব্ধি করতে পারবে। একইভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময়ও স্পেন অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। তার শাসনামলে নলযোগে পানি সরবরাহ করে অনূর্বর ভূমিকে শস্যশালিনী করার মতো বিজ্ঞানসন্মত ব্যবস্থা পর্যটকদের বিস্ময়ের উদ্ভেক করত। এবুপ ব্যবস্থাপনায় কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রসারতা লক্ষ করা যায়। স্পেনের উন্নতমানের রেশমি ও পশমি কাপড় সমগ্র ইউরোপে সমাদৃত হয়। এ সময় স্পেনে লোহা, ইস্পাত, চামড়া, কয়লা ইত্যাদির কারখানাও গড়ে ওঠে। শিরস্ত্রাণ, তলোয়ার, লৌহকপাট ও বাতি নির্মাণে স্পেন জগৎ জোড়া খ্যাতি লাভ করে। এ সকল উন্নতির কারণে স্পেন তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করে।

**ঘ** “কর্ডোভা নগরী মধ্যযুগীয় ইউরোপেই নয় গোটা বিশ্বে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলো ছড়িয়েছে”— উক্তিটি যথার্থ।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভায় এক নবযুগের সূচনা হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য কর্ডোভায় অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তৃতীয় আব্দুর রহমানের আমলে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। কর্ডোভার জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন দার্শনিক ইবনে মাসায়াহ, জ্যোতির্বিদ আহমদ-বিন-নসর, চিকিৎসক আবির-বিন-সাসিদ, ইয়াহিয়া-বিন-ইসহাক প্রমুখ।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ইংল্যান্ড আজ শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রগামী। সেখানে হার্ভার্ড, ক্যামব্রিজের মতো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। সেখানে সারাবিশ্বের মেধাবী শিক্ষার্থী ও গবেষকরা জ্ঞানচর্চা করেন। একইভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিল। ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, সংগীত, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্ডোভায় বিদ্যমান পণ্ডিত ও স্থাপত্যবিদগণ অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন। কর্ডোভাতে ২৭টি অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অসংখ্য লাইব্রেরিও ছিল। এছাড়া কর্ডোভায় অসংখ্য মাদ্রাসা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্পেনে শিক্ষার মূলকেন্দ্র। কর্ডোভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি রাজকীয় গ্রন্থাগারও গড়ে তোলা হয়। এ সময় স্পেনের শিক্ষা সংস্কৃতির মান এত উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল যে বিশিষ্ট ডাচ পণ্ডিত ডেজি ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে, ‘প্রত্যেকেই পড়তে ও লিখতে পারে।’ পরিশেষে বলা যায় যে, মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখে।

**প্রশ্ন ২৪** নাজিরপুরের জমিদার আজিজ সাহেবের শাসনকালকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। তিনি তার শাসিত এলাকায় নতুন করে একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। এশিয়া-আফ্রিকা থেকে পৃথক ওই অঞ্চলে তিনি যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ছিল উক্ত অঞ্চলের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

(গিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ)

- ক. স্পেনের বর্তমান রাজধানীর নাম কী? ১
- খ. কর্ডোভা নগরী সম্পর্কে লেখ? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে? উক্ত অঞ্চল বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে কোন শাসককে নির্দেশ করা হয়েছে? তার কৃতিত্ব আলোচনা কর। ৪

#### ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** স্পেনের বর্তমান রাজধানীর নাম মাদ্রিদ।

**খ** প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে তার উত্তরাধিকারীদের দ্বারা সমৃদ্ধ কর্ডোভা ছিল সমসাময়িক যুগের জগৎমণি, অনুপম ও ঐশ্বর্যশালী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক শহর।

মুর সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র কর্ডোভার গৌরব ও বৈভব ছিল অতুলনীয়। কর্ডোভা নগরী ছিল সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুরক্ষিত এবং শহরে পয়ঃপ্রণালি ও রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা ছিল। এর সাতশ বছর পরেও লন্ডনে কোনো সরকারি বাতির ব্যবস্থা ছিল না। অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, হাম্মামখানা, প্রাসাদ, অট্টালিকা পুষ্প উদ্যান ও শিল্পকলার জন্য কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে ইউরোপের স্পেন অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে। যে অঞ্চল উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে বিজিত হয়।

স্পেন বিজয় আরবদের বৃহত্তম সামরিক অভিযানগুলোর মধ্যে সর্বশেষ এবং সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযান। সেনাপতি তারিক ও মুসা স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত করে স্পেনে মুসলিম শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের এ বিজয়ের ফলে স্পেনে শুধু উমাইয়া বংশের প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং ইউরোপে ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।

উদ্দীপকে এশিয়া-আফ্রিকা থেকে পৃথক এমন একটি অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে। যেখানে একজন শাসক প্রথমে আমিরাত এবং পরে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এর মাধ্যমে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান কর্তৃক শাসিত স্পেনকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর মুসলমানরা স্পেনের স্বৈরাচারী শাসক রডারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করার মাধ্যমে স্পেনে মুসলিম উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করে। কাউন্ট জুলিয়ানের আশ্রানে সাড়া দিয়ে উত্তর আফ্রিকার উমাইয়া গভর্নর খলিফা আল-ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে মুসা ৭,০০০ সৈন্যসহ তারিক বিন জিয়াদকে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে প্রেরণ করেন। রাজা রডারিকের প্রদেশপাল থিওডমিরকে পরাজিত করে তিনি রাজধানী টলেডোর দিকে অগ্রসর হন। রাজা রডারিক সর্বমোট ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্যসহ গোয়াডিলেট কুইভার নদীর তীরে মেসিডোনিয়া রণক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর সাথে সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের পর পরাজিত হন। মুসলিম বাহিনী মালাগা, গ্রানাডা, কর্ডোভা এবং টলেডো দখল করেন। এরপর মুসা নতুন অভিযান পরিচালনা করে সেভিল, মেরিডা, কারমোনা প্রভৃতি শহর জয় করেন। আর এভাবে ৭১২ হতে ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিষ্টান অধ্যুষিত স্পেন মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

**ঘ** সৃজনশীল ১৩ এর ‘ঘ’ নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ২৫** আব্বাসি খিলাফতে হিমারীয়-মুদারীয়, পারসিক, তুর্কি, সেমেটিক ও বারবারদের মধ্যে জাতিগত বিভেদও গোত্রকলহ এ সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে। আর অনিয়ন্ত্রিত উত্তরাধিকার নীতি এ পতনকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। খলিফা আল মামুনের পরবর্তী দুর্বল ও অযোগ্য খলিফাদের ভোগবিলাসিতাও সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীণ বাজিয়েছিল। তবে অবশেষে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হলাকু খান কর্তৃক আক্রমণে বাগদাদ ধ্বংসের মাধ্যমে আব্বাসীয় বংশের দীপশিখা চিরতরে নিভে যায়।

(দালবাগ সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা)

- ক. দারুল হিকমাহ কী? ১
- খ. শিক্ষার প্রসারে স্পেনীয় মুর শাসকগণ কীরূপ অবদান রাখেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে স্পেনীয় মুসলিম শাসকদের পতনের অভ্যন্তরীণ কারণের সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে উক্ত বংশের পতনের বহিঃকারণগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দারুল হিকমাহ ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ভবন।

**খ** শিক্ষার প্রসারে স্পেনীয় মুর শাসকদের অবদান ছিল অপরিসীম। স্পেনে মুসলিম আমলে শাসকগণ অসংখ্য মাদ্রাসা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্পেনে শিক্ষার মূলকেন্দ্র। এ আমলে সমগ্র স্পেনে সত্তরটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুরগণ তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, মননশীলতা জ্ঞানচর্চার দ্বারা ইউরোপে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে।



৭। উদ্দীপকের সাথে স্পেনীয় মুসলিম শাসকদের পতনের অভ্যন্তরীণ কারণগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে।

৭৯১-৯১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় আব্দুর রহমান সেখানে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন, যা ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে টিকেছিল। এরপর থেকে সমগ্র স্পেনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উত্থান হয় এবং উমাইয়া সাম্রাজ্যে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানরা স্পেন হতে বিতাড়িত হয়। উদ্দীপকে স্পেনে উমাইয়া শাসনের পতনের এ দিকগুলোরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, আক্বাসি খিলাফতে হিমারীয়-মুদারীয়, পারসিক, তুর্কি, সেমেটিক ও বারবারদের মধ্যে জাতিগত বিভেদ ও গোত্রকলহ এ সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে। এছাড়া অনিয়ন্ত্রিত উত্তরাধিকার নীতি, দুর্বল ও অযোগ্য খলিফাদের ভোগবিলাসিতা এবং রাজকোষের শূন্যতা তাদের পতনের বীণকে আরও তীব্রতর করে। ঠিক একইভাবে স্পেনে উমাইয়া শাসন পতনের পেছনে এ কারণগুলো পরিলক্ষিত হয়। ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দের পর স্পেনে ইয়েমেনি, সিরিয়ান, সুদানীয়, হিমারীয় ও বারবার গোত্রভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশের উত্থান ঘটে। অধিকন্তু স্পেনে মুসলিম বিদ্রোহী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক বাস করত। ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, যা স্পেনে উমাইয়া শাসনের ভিত দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া এ সাম্রাজ্যে সৃষ্ট উত্তরাধিকার নীতির অভাবে রাজপ্রাসাদে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তাদের শক্তি-সামর্থ্যও দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় হাকামের পরবর্তী শাসকেরা ছিল দুর্বল ও বিলাসী। এ দুর্বল ও বিলাসপ্রিয় শাসকদের বিলাসিতা, জ্ঞানী ও নিজেদের পরিবারকে পারিতোষিক প্রদান ও স্থাপত্য শিল্পে অজস্র অর্থ ব্যয়ে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। আর এ সকল কারণই স্পেনে উমাইয়া শাসনের পতনকে ত্বরান্বিত করে, যা উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

৮। উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে বলা যায়, স্পেনে উমাইয়া বংশের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বহিঃআক্রমণ।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, আক্বাসিদের পতনের পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। তবে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হালাকু খানের আক্রমণে বাগদাদ ধ্বংসের মাধ্যমে আক্বাসীয় বংশের দীপশিখা চিরতরে নিভে যায়। স্পেনে উমাইয়া শাসনের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি লক্ষণীয়।

উমাইয়া শাসনামলে স্পেনে ফ্রান্সের কলোনি থাকলেও ফ্রান্সে স্পেনের মুসলমানদের কোনো কলোনি ছিল না। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে খ্রিস্টানরা তাদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয় এবং মুসলমানদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ক্রমশ স্তিমিত হতে থাকে। স্পেনে উমাইয়া দুর্বল শাসকদের আমলে উমর ইবনে হাফসুনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মুসলিমবিরোধী আন্দোলনের ইন্ধন যোগায়। উদ্দীপকের আক্বাসি বংশের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণের মতোই স্পেনের মুসলিম শাসনের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল দুটি— খ্রিস্টান রাজ্য ক্যাস্টাইল ও আরাগনর জোট। স্পেন হতে মুসলমানদের চিরতরে বিতাড়িত করার জন্য তারা এ জোট গঠন করেন। এছাড়া ১৪৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ইসাবেলা ও ফার্ডিন্যান্ডের বিবাহ বন্ধন এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তারা যৌথভাবে স্পেন আক্রমণ করে। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তারা গ্রানাডাতে প্রবেশ করে এবং তাদের হঠকারিতায় সুলতান আবু আব্দুল্লাহ আল হামরা প্রাসাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এভাবে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, স্পেনে উমাইয়া শাসনের পতনের পেছনে অভ্যন্তরীণ কারণের পাশাপাশি বহিঃকারণগুলোও সমানভাবে দায়ী ছিল।

প্রশ্ন ২৬। ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে সুলতানপুরের শাকিল চৌধুরী পূর্বপুরুষদের জমিদারী হতে বিতাড়িত হন। তিনি নিজের ঘনিষ্ঠ সহচরদের কয়েকজনকে নিয়ে দূরবর্তী মামার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং জমিদারির অংশ বিশেষ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। শাকিল চৌধুরীর অবস্থান গ্রহণের পর পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী শাসকের শান্তিপূর্ণ গ্রহণের ভান করে কৌশলে তার শাসিত অঞ্চল দখল করে নেয়। কিন্তু এতেও তার চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন হয়নি। তাকে একটি

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। অবশেষে শুধু জয়লাভই নয় বরং তিনি জনগণের আস্থাও অর্জন করেন।

(ঢাকা সিটি কলেজ)

- ক. স্পেনে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
- খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরীর সাথে কোন উমাইয়া যুবরাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে জমিদারীর অংশবিশেষ দখলের মত উক্ত যুবরাজের দখলকৃত অঞ্চলে কীভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. স্পেনে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমান আদ-দাখিল।

খ. বহুমুখী প্রতিভার জন্য প্রথম আব্দুর রহমানকে কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয়।

আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের বিরুদ্ধে আল মনসুর একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আদ-দাখিল আল মনসুর এর সেনাপতিকে পরাজিত করে তার ছিন্ন মস্তক ও একটি চিঠিসহ আল মনসুরের দরবারে প্রেরণ করেন। তার অন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আক্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে "কুরাইশদের বাজপাখি" বলে অভিহিত করেছেন।

গ. উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরীর সাথে উমাইয়া যুবরাজ প্রথম আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

উমাইয়া ও আক্বাসি দ্বন্দ্ব ছিল দীর্ঘদিনের। তাদের যে কোনো এক গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসলে অন্যদের চরমভাবে দমন-পীড়ন চালাত। উমাইয়াদের সরিয়ে আক্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসলে আব্দুর রহমান এমনিই ভাগ্য বিপর্যয়ের শিকার হন।

ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে সুলতানপুরের শাকিল চৌধুরী যেমন পূর্বপুরুষের জমিদারী হতে বিতাড়িত হয়ে দূরবর্তী মামার বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং পরবর্তীতে জমিদারির অংশ বিশেষ পুনরুদ্ধার করেন। তেমনি উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটিয়ে আক্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে আক্বাসীয়রা উমাইয়াদের নৃশংসভাবে হত্যা শুরু করে। এই নৃশংসতার হাত থেকে কেবল উমাইয়া যুবরাজ আব্দুর রহমান রক্ষা পায়। তিনি পালিয়ে গিয়ে উত্তর আফ্রিকার সিউটায় আশ্রয় লাভ করে এবং একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে স্পেনে পুনরায় উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সুতরাং, উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরীর সাথে উমাইয়া যুবরাজ প্রথম আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে জমিদারির অংশবিশেষ দখলের মতো উক্ত যুবরাজ অর্থাৎ আব্দুর রহমান আদ-দাখিল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের অন্যতম কৃতিত্ব হচ্ছে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠা করা। বর্বর ইয়েমেনি এ খ্রিস্টানদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হলেও নিজ বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা এবং সামরিক দক্ষতার বলে এ সকল বিপদ হতে তিনি মুসলিম রাজ্য স্পেনকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। যদিও তিনি একসময় আক্বাসি অত্যাচারের শিকার হয়ে পালিয়ে স্পেনে এসেছিলেন।

উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরী রাজ্য দখলের ক্ষেত্রে যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন ঠিক একই ধরনের কৌশলের মাধ্যমে আব্দুর রহমানও স্পেন দখল করেন। শুধু কৌশল বা শান্তি প্রস্তাব নয় একসময় আব্দুর রহমান আদ-দাখিলকে 'মাসারা' নামক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশ নিতে হয়। যুদ্ধে স্পেনের শাসক ইউসুফ পরাজিত হলে আব্দুর রহমান স্পেন দখল করে। উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরীর ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। আব্দুর রহমান যেমন রাজ্য ও জনগণের মন জয় করেছিলেন শাকিল চৌধুরীও তা করতে পেরেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরী উমাইয়া খলিফা আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের ন্যায় বিজিত অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

**প্রশ্ন ২৭** তনিমা তার নানার কাছে ইসলামের ইতিহাসের এক আমিরের একটি নতুন খেলাফত প্রতিষ্ঠার গল্প শুনছিল। এ আমিরের বংশের লোককে যখন গণহত্যা করা হয় তখন সৌভাগ্যক্রমে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। স্বীয় বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী 'গ' নগরীকে একটি জমকালো শহরে রূপ দেয়।

[কুমিল্লী সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল]

- ক. 'আদ দাখিল' বলা হয় কাকে? ১  
খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২  
গ. তনিমার নানার গল্পের সাথে তোমার পঠিত স্পেনে উমাইয়া শাসনামলের কোন আমিরের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. তুমি কি মনে কর তোমার পঠিত উক্ত আমির ছিলেন স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

### ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** স্পেনের উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমানকে 'আদ দাখিল' বলা হয়।

**খ** কর্ডোভা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের গৌরবের কেন্দ্র ছিল কর্ডোভা, যা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। আর এ কারণেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে তনিমার নানার গল্পের সাথে আমার পঠিত স্পেনের উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আদ দাখিল-এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, তনিমার নানার বর্ণিত এক আমির সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। তিনি একাধিক যুদ্ধে জয়লাভের পর একটি রাজ্যের অধিকারী হন। সকল বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটিয়ে তিনি স্বীয় বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। যা আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের স্পেনে উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তিনি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধের মাধ্যমে আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস সাফফাহ সিংহাসনে আরোহণ করে উমাইয়া বংশকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য এক বেপরোয়া হত্যাজ্ঞা চালায়। সৌভাগ্যক্রমে আব্দুর রহমান এই নিধন থেকে প্রাণে রক্ষা পান এবং তিনি সিরিয়া, মিসর, প্যালেস্টাইন ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে প্রবাসী জীবন কাটান। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফের সঙ্গে মাসারা নামক স্থানে আব্দুর রহমানের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইউসুফ পরাজিত এবং পরে নিহত হলে আব্দুর রহমান স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করে নেন। কর্ডোভায় তার রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। যেটিকে তিনি একটি জমকালো শহরে রূপ দেন এবং দীর্ঘ ৩২ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি প্রথম আব্দুর রহমান ছিলেন স্পেনের উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা।

আব্বাসিদের গণহত্যা থেকে পালিয়ে আব্দুর রহমান বিন মুয়াবিয়া দীর্ঘ পাঁচ বছর মিসর, সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করার পরে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি যুদ্ধের মাধ্যমে স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করেন এবং সেখানে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মে স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফের সঙ্গে মাসারা নামক স্থানে আব্দুর রহমানের সাথে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আব্দুর রহমান বিজয় লাভ করেন এবং স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করেন। স্পেনে উমাইয়া বংশ বিপদমুক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তিনি দীর্ঘ ৩২ বছর সতর্কতা অবলম্বন করেন। এ সময় তিনি যে সকল বিদ্রোহ দমন করেন তাহলো— ইউসুফ ও স্যামুয়েলের বিদ্রোহ, ইয়েমেনি বিদ্রোহ, সেভিলে বিদ্রোহ, টলেডোর বিদ্রোহ। স্পেন থেকে মুসলমানদের

বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে ইউসুফের পুত্র, জামাতা এবং বার্সেলোনার গভর্নর ঐক্যবন্ধ হয়ে ফ্রান্সের শার্লমানকে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু ৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তাদের সম্মিলিত বাহিনী আব্দুর রহমানের নিকট পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত শার্লমান আব্দুর রহমানের সাথে সন্ধি করেন। পরিশেষে বলা যায় যে, প্রথম আব্দুর রহমান স্পেনে উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

**প্রশ্ন ২৮** ড. রাহি ইতিহাস বিষয়ক এক সেমিনারে স্পেনের এক শাসকের কথা উল্লেখ করে বলেন তিনি ছিলেন সবচেয়ে সফল শাসক। তিনি আপন প্রতিভা ও দক্ষতা বলে সকল বিদ্রোহ দমন করে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং দেশকে একটি সাম্রাজ্য ও খিলাফতে পরিণত করেন। তিনি তার দেশকে শুধু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাই করেন নাই, তিনি একে সুন্দর ও শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। এ সকল কারণে তাকে 'Saviour of Spain' বলা হয়।

[আবদুল উল্লিন পাই গিশু নিকেতন স্কুল এন্ড কলেজ, গাইবান্ধা]

- ক. স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? ১  
খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২  
গ. ড. রাহির উল্লিখিত শাসকের গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. এ সকল কারণে তাকে 'Saviour of Spain' বলা হয়— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম তারিক বিন জিয়াদ।

**খ** কর্ডোভা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের গৌরব কেন্দ্র ছিল কর্ডোভা, যা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। আর এ কারণেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

**গ** ড. রাহির উল্লিখিত শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনকাল ছিল অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনকালকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়। যথা—

(১) আমির হিসেবে কর্মকাল (৯১২-৯২৯ খ্রি.): প্রথমেই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে আমির তৃতীয় আব্দুর রহমান বিশাল একটি স্ফীত বাহিনী গঠন করেন। ৯১৩ সালে এ বাহিনী দ্বারা তিনি সেভিল ও কারমেনির বিদ্রোহ দমন করেন। ৯১২ সালে উমর ইবনে হাফসুনকে দমন করে Tolox দুর্গ দখল করে নেন। এভাবে সকল বিদ্রোহ দমন করে রাজ্যে নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তিনি খ্রিষ্টান ও উত্তর আফ্রিকার ফাতেমিদের সাথে স্বস্ত্রে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়।

(২) খলিফা হিসেবে কর্মকাল (৯২৯-৬১ খ্রি.): ৯২৯ সালে তৃতীয় আব্দুর রহমান নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে স্বর্ণমুদ্রা ছাপান। এরপর স্পেনের সামগ্রিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। এ সময় স্থাপত্য ও শিল্পকলার তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ৯৩৬ সালের 'জোহরা প্রাসাদ' তাঁর অনন্য কীর্তি।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণে তৃতীয় আব্দুর রহমানকে 'Saviour of Spain' বলা হয়।

ড. রাহির উল্লেখকৃত শাসকের ন্যায় তৃতীয় আব্দুর রহমানও ছিলেন মুসলিম স্পেনের সবচেয়ে সফল শাসক। স্বীয় প্রতিভা ও দক্ষতাবলে তিনি সকল প্রকার বিদ্রোহ দমন করেন। নিজের প্রতিষ্ঠিত বিশাল স্ফীত বাহিনী দ্বারা স্পেনের জাতীয়তাবাদী নেতা ওমর বিন হাফসুনের Tolox দুর্গ দখল করে তাকে চূড়ান্তভাবে দমন করেন। তাছাড়াও এ সময় উত্তরাঞ্চলের খ্রিষ্টান ও আফ্রিকার ফাতেমীয়দের স্পেন জয়ের আশা তিনি চিরতরে ধুলিসাৎ করে দেন।



উদ্দীপকের শাসকের মতো তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে স্পেনে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এছাড়া তিনি মুসলিম স্পেনকে রক্ষা করেননি বরং একে সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিতও করেছিলেন। এ সময় কর্ডোভা ছিল 'The Jewel of the World'। এ সকল কারণ তাকে 'Saviour of Spain' বলা হয়।

**প্রশ্ন ২৯** ভারতীয় মুসলমানদের বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় সমাজ ছিল বহুধা বিভক্ত। শ্রেণীভেদ প্রথা ভারতীয় জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। রাজনৈতিকভাবেও ভারতীয় সমাজ ছিল শতধা বিভক্ত ছোট ছোট ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রগুণি। সমাজে শূদ্রদের কোন অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। আর গীতা পাঠের ক্ষেত্রেও শূদ্ররা বৈষম্যের শিকার হতো। তারা অন্য কোনো কাজ করতে পারতো না, যা মুসলমানদের সাম্যের বাণীর প্রতি ভারতীয়দের খুব সহজেই আকর্ষণ করেছিল। এছাড়া সিন্ধুর রাজা দাহিরের কুশাসন ভারতে মুসলিম অভিযানের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছিল।

(শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ঢাকা)

- ক. আব্দুর রহমান আদ দাখিল কত খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা দখল করেন? ১
- খ. আব্দুর রহমান আদ দাখিল কীভাবে ক্ষমতা দখল করেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে মুসলমানদের আগমনের প্রাক্কালে স্পেনীয় সমাজের মিল কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অনুরূপ পরিস্থিতি কি স্পেনে মুসলিম অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছিল? যৌক্তিক মত দাও। ৪

#### ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আব্দুর রহমান আদ দাখিল ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা দখল করেন।

**খ** আব্দুর রহমান আদ দাখিল স্পেনের হিমারীয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস সাফফার উমাইয়া নিধনযজ্ঞ থেকে বাঁচতে আব্দুর রহমান প্রথমে দামেস্ক থেকে ফোরাতে নদীর তীরবর্তী শহর 'রাহ' তে আশ্রয়গোপন করেন। অতঃপর তিনি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন হয়ে উত্তর আফ্রিকায় গমন করেন। তবে শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে তিনি স্পেনের দিকে মনোনিবেশ করেন। তৎকালীন মুদারীয় শাসনকর্তা ইউসুফের কুশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে হিমারীয় দলপতি উবায়দুল্লাহ বিন উসমান এবং আবদুল্লাহ বিন খালিদ আব্দুর রহমানকে স্পেনে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। পরবর্তীতে আব্দুর রহমান স্পেনে গমন করলে তাকে আমির ঘোষণা করা হয়। তার নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। এভাবে হিমারীয়দের সহায়তায় আব্দুর রহমান ক্ষমতা লাভ করেন।

**গ** উদ্দীপকের সাথে মুসলমানদের আক্রমণের প্রাক্কালে স্পেনের সমাজের বৈষম্যের দিক দিয়ে মিল রয়েছে।

মুসলিমদের বিজয়ের পূর্বে স্পেনের সামাজিক অবস্থা ছিল বৈষম্যময়। সে সময়ে সমাজে কতগুলো শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। উচ্চ শ্রেণি ও নিম্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যকার বৈষম্য ছিল পাহাড়সম। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণির সম্প্রদায় ছিল বঞ্চিত ও দুর্দশাগ্রস্ত। এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও জনগণের স্বাধীনতা ছিল না। উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলমানদের ভারত বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় সমাজ ছিল বহুধা বিভক্ত। রাজনৈতিকভাবেও ভারতীয় সমাজ ছিল শতধা বিভক্ত ছোট ছোট ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রগুণি। সমাজে শূদ্রদের কোনো অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। আর গীতা পাঠের সময়ও শূদ্ররা বৈষম্যের শিকার হতো। ঠিক একইভাবে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের সমাজেও অভিজাত, নিম্ন শ্রেণিভুক্ত কৃষক এবং ক্রীতদাস এই তিন শ্রেণির লোক বাস করত। অভিজাত সম্প্রদায় আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করত। মধ্যশ্রেণির লোকদের সকল প্রকার কর প্রদান করতে হতো। কৃষকদের নিজস্ব কোনো জমি ছিল না এবং ক্রীতদাসদের মানুষ বলে গণ্য করা হতো না। আবার তখন স্পেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং শাসনকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ বিদ্যমান ছিল।

তাছাড়া সে সময়ে জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। খ্রিস্টান ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হতো না। ইহুদিদেরকে হয় খ্রিস্টান না হয় সেবাদাস হয়ে জীবনযাপন করতে হতো। আর এসব দিক দিয়েই উদ্দীপকের সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত অনুরূপ পরিস্থিতি স্পেনে মুসলিম অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছিল।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, মুসলমানদের বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সমাজে শ্রেণীভেদ প্রথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, ধর্মীয় ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের সাম্যের বাণী ভারতীয়দের খুব সহজেই আকর্ষণ করেছিল। এছাড়া সিন্ধুর রাজা দাহিরের কুশাসন ভারতে মুসলিম অভিযানের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছিল। অনুরূপভাবে স্পেনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং রডারিকের কুশাসন স্পেনে মুসলিম অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছিল।

স্পেনের গথিক রাজা রডারিকের কুশাসনে সাধারণ স্পেনবাসী, ক্রীতদাস, ভূমিদাস এবং উৎপীড়িত ইহুদিগণ জর্জরিত এবং দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এসব নির্যাতিত জনসাধারণই খলিফা আল ওয়ালিদের আফ্রিকার শাসনকর্তা মুসাকে স্পেন জয় করতে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাছাড়া সিউটা দ্বীপের শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ান ছিলেন মৃত ও সিংহাসনচ্যুত উইটিজারের জামাতা। তিনি প্রধানুযায়ী তার সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিডাকে রাজকীয় আদব-কায়দা শেখানোর জন্য রডারিকের দরবারে প্রেরণ করলে রডারিক ফ্লোরিডার স্নীলতাহানি করে। স্বশুর হত্যা ও কন্যার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কাউন্ট জুলিয়ান মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের জন্য আহ্বান জানান, যা স্পেনে মুসলিম অভিযানকে ত্বরান্বিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, স্পেনের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৈন্যদশা, সর্বোপরি রাজা রডারিকের কুশাসন স্পেনে মুসলমানদের বিজয় অভিযানকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল।

**প্রশ্ন ৩০** মঙ্গল বংশের শাসক শাসন ক্ষমতা দখল করে মৃধা বংশের লোকজনদের নির্মমভাবে হত্যা করতে শুরু করে। তাদের এই হত্যাকাণ্ড থেকে ফরিদ নামক মৃধা বংশের রাজপুত্র রেহাই পেয়ে বহু দূরে মাকরান নামক স্থানে নিজ বংশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু সেখানকার শাসক তার প্রতি বিশেষ নজর রাখার জন্য সেখানে বংশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু মাকরানের পাশের দেশ মুলতানের শাসক ছিল দুর্বল ও দুশ্চরিত্রের ফলে তিনি সেই দেশে যান এবং যুদ্ধে ঐ দেশের শাসককে পরাজিত করে সেখানে মৃধা বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

(রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী)

- ক. স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? ১
- খ. কর্ডোভাকে 'ইউরোপের বাতিঘর' বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে আলোচিত রাজপুত্রের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের রাজপুত্রের সাথে তোমার পঠিত উক্ত শাসকের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

#### ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম তারিক বিন জিয়াদ।

**খ** সমৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার জন্য কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়ে থাকে।

স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আব্দুর রহমান কর্ডোভা নগরীকে সমৃদ্ধ করেন। তার উত্তরাধিকারীদের প্রচেষ্টায় এটি সমৃদ্ধ হতে থাকে এবং তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলে পূর্ণতা লাভ করে। এ শহরে ২৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ৭০টি গ্রন্থাগার এবং ৫০টি হাসপাতাল ছিল। শহরে পয়ঃপ্রণালি ও রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার জন্য কর্ডোভাকে সমগ্র ইউরোপের বিদ্যাপীঠও বলা হতো।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজপুত্র ফরিদের মৃধা বংশ প্রতিষ্ঠার সাথে স্পেনের শাসক আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের মিল রয়েছে।  
জাবের যুদ্ধে উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের ফলে পতন ঘটে উমাইয়া খিলাফতের। প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসি বংশ। এ বংশের প্রথম খলিফা রক্তপিপাসু আবুল আব্বাস-আস সাফফা তার সিংহাসনকে সম্পূর্ণভাবে কষ্টকমুত্ত করার জন্য উমাইয়া বংশীয়দেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। দামেস্কের দশম খলিফা হিশামের দৌহিত্র বিশ বছরের যুবক আব্দুর রহমান ইবনে মুয়াবিয়া ভাগ্যক্রমে এ হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান। দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি ছদ্মবেশে ফিলিস্তিন, মিসর এবং উত্তর আফ্রিকা ঘুরে ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সিউটায় গমন করেন। পরবর্তীকালে তিনি স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন।  
উদ্দীপকে রাজপুত্র ফরিদ আব্দুর রহমানের মতই অত্যাচারের শিকার হয়ে মাকরানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। একসময় মূলতানে মৃধা বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। একইভাবে আব্দুর রহমান পালিয়ে স্পেন গেলেও নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতাবলে একসময় স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং, মূলতানে রাজপুত্র ফরিদের মৃধা বংশ প্রতিষ্ঠার সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

**ঘ** নতুন করে আবার হারানো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের কর্মকাণ্ড থেকে ভালো ছিল।  
আব্দুর রহমান উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন। স্পেনে যখন হিমারীয় ও মুদারীয়গণ দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত ছিল, তখন আব্দুর রহমান স্বগোষ্ঠীয় হিমারীয়দের সাহায্য লাভের আশায় বদর নামক বিশ্বস্ত অনুচরকে স্পেনে প্রেরণ করেন। তিনি সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়ে স্পেনের নিকটবর্তী আল মুনিকার নামক স্থানে অবতরণ করেন। স্পেনে অবতরণ করে আব্দুর রহমান বিপুল সমর্থন ও অভিনন্দন লাভ করেন। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মাসারার যুদ্ধে আব্দুর রহমান আব্বাসীয় শাসক ইউসুফকে পরাজিত করে স্পেনে আবার স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজপুত্র ফরিদ নিজের জন্মভূমি থেকে পালিয়ে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে দূরবর্তী মাকরান অঞ্চলে আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে মূলতানের শাসককে পরাজিত করে সেখানে মৃধা বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেননি। কিন্তু আব্দুর রহমান নিজের ক্ষমতা ও দক্ষতার দ্বারা হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পান। এটি রাজপুত্র ফরিদের কর্মকাণ্ডের চেয়ে প্রশংসনীয়। আব্দুর রহমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় অসামান্য অবদান রাখেন যা রাজপুত্র ফরিদের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মিল থাকলেও দক্ষতা, যোগ্যতা, প্রকৃত শাসন কায়েম, জনসেবায় রাজপুত্র ফরিদের চাইতে আব্দুর রহমান অধিক প্রশংসার দাবিদার।

**প্রশ্ন ৩১** খলিফা আব্বিদ রহমান সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। */দর্শন সারকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা/*

- ক. আদ-দাখিল বলা হয় কাকে? ১
- খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে ফাতেমি বংশের কোন খলিফার বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে— তোমার উত্তরের পক্ষে মতামত দাও। ৪

### ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** প্রথম আব্দুর রহমানকে আদ-দাখিল বলা হয়।

**খ** কর্ডোভা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।  
উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের গৌরব কেন্দ্র ছিল কর্ডোভা, যা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। আর এ কারণেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে ফাতেমী বংশের খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে।

পিতা আল মনসুরের মৃত্যুর পর আবু তামিম মাদ 'আল-মুইজ' উপাধি ধারণ করে ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করেন। ফাতেমি খিলাফতের তিনি চতুর্থ খলিফা। তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষতা ফাতেমি সাম্রাজ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের খানিকটা উদ্দীপকের খলিফা আব্বিদ রহমানের মধ্যে লক্ষণীয়।

খলিফা আব্বিদ রহমান সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের ক্ষেত্রেও এমনটিই লক্ষণীয়। তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে সমগ্র সাম্রাজ্যকে প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করে সেখানে সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় তার পৃষ্ঠপোষকতা অবিস্মরণীয়। তিনি নিজেও ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার সময়ে শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তিনি সুদীর্ঘ তেইশ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে দক্ষতার সাথে শাসন পরিচালনা করেন। শাসনক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে ফাতেমি রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফা আব্বিদ রহমানের বৈশিষ্ট্যাবলি ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যকেই ইঙ্গিত করে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফায় অর্থাৎ আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

খলিফা আল-মুইজের সিংহাসন আরোহণ ফাতেমি খিলাফতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জনকল্যাণমুখী এই শাসক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যার বলেই তিনি নিজ সাম্রাজ্যকে উন্নতির শীর্ষে উন্নীত করেন। উদ্দীপকে তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সামান্যই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে খলিফা আল-মুইজের সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখার আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু তিনি ফাতেমি খিলাফতকে একটি শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করাতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রথমেই তিনি খিলাফতের নিরাপত্তা বিধানে মনোযোগী হন। মরক্কো, সিসিলি, মিসর বিজয় করে খিলাফতের পরিধি বৃদ্ধি করেন। তার অসাধারণ দক্ষতায় উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়নে তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কার করেন। ভূমি সংস্কারের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, অমায়িক ও মার্জিত বুদ্ধিসম্পন্ন। তার বুদ্ধিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে তার প্রতিষ্ঠিত নানা স্থাপত্যকর্মে। আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লিখিত দিকগুলো উদ্দীপকে উল্লেখ নেই।

ফাতেমি খলিফা আল-মুইজ একজন অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন খলিফা ছিলেন। তার দক্ষতার সামান্য পরিচয়ই আমরা উদ্দীপক থেকে লাভ করি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে আমরা সঠিক বলতে পারি।



**প্রশ্ন ৩২** ইসলামপুর একটি জনবহুল এলাকা। এখানকার জনগণের প্রায় সবাই অশিক্ষিত। শিক্ষার অভাবে তাদের সামাজিক জীবন খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। এই গ্রামেরই শিক্ষিত সন্তান জারিফ গ্রামের উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি গ্রামে স্কুল, পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, মসজিদ প্রভৃতি স্থানে অবদান রাখেন। তারই প্রচেষ্টায় গ্রামটি শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে। পরবর্তীকালে তার বংশধরগণও এর ধারাবাহিকতায় এলাকায় উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখে।

[চরিত্রাম কলকাতা, চট্টগ্রাম]

- ক. জাব্বলুত তারিক কী? ১
- খ. দ্বিতীয় আব্দুর রহমান মেরিদার বিদ্রোহ কীভাবে দমন করেন? ২
- গ. উদ্দীপকে ইসলামপুরের মতো স্পেনের কোন এলাকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে? ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর তৎকালীন ইউরোপে স্পেনের উক্ত এলাকায় ও শিল্পকলায় সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি সাধিত হয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** স্পেনের দক্ষিণে অবস্থিত জিব্রাল্টার প্রণালির পার্শ্ববর্তী পাহাড় জাব্বলুত তারিক বা তারিকের পাহাড় নামে পরিচিত।

**খ** দ্বিতীয় আব্দুর রহমান অত্যন্ত সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে মেরিদার বিদ্রোহ দমন করেন।

সিংহাসনে বসেই (৮২২ খ্রি.) দ্বিতীয় আব্দুর রহমান বিভিন্ন ধরনের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের শিকার হন। অধিক কর নির্ধারণ ও কর সংগ্রাহকের নির্ধারিত প্রতিরোধের দাবিতে মেরিদাতে প্রায় ৪০ হাজার ইহুদি ও খ্রিস্টান বিদ্রোহ করলে দ্বিতীয় আব্দুর রহমান দক্ষতার সাথে তাদের মোকাবিলা করে পরাজিত করেন এবং ৭ হাজার বিদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে এ বিদ্রোহ দমন করেন।

**গ** উদ্দীপকের ইসলামপুরের মতো স্পেনের কর্ডোভায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল।

স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠাকারী শাসকগণ শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং সাম্রাজ্যকে সুন্দর, সমৃদ্ধিশালী ও সুশোভিত করার জন্য শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। স্থাপত্য নির্মাণ, মসজিদ, ইমারত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা স্পেনে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন রেখে গিয়েছিল। আর স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে সবচেয়ে বেশি স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল।

উদ্দীপকের ইসলামপুরে যেমন স্কুল, পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের মাধ্যমে এখানকার সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি কর্ডোভা নগরীতে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমান ও তার উত্তরাধিকারীগণ কর্ডোভাকে সমসাময়িককালে এক সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ইসলামপুর যেন কর্ডোভা নগরীরই প্রতিরূপ।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি, তৎকালীন ইউরোপের স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে স্থাপত্য ও শিল্পকলার সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসে মুসলিম স্পেন অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছিল। প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তীকালে তার উত্তরাধিকারীদের দ্বারা সমৃদ্ধ কর্ডোভা নগরী ছিল সমসাময়িক যুগের জগৎমণি। স্থাপত্য ও শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন এখানে লক্ষ করা যায়।

সুরক্ষিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত এ শহরটি ২৪ মাইল দৈর্ঘ্য, ৩ মাইল প্রস্থ ও ১৪ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ছিল। এ নগরীতে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বসবাস ছিল। এ নগরীতে সেই সময়েই বাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সূর্যাস্তের পর পথিক রাস্তার বাতির সাহায্যে দশ মাইল পদব্রজে যেতে পারত। অর্থাৎ তার সাতশত বছর পরেও লভনে কোনো সরকারি বাতির

ব্যবস্থা ছিল না। এ সময় কর্ডোভাতে তৎকালে ৩০০ মসজিদ, ১০০ প্রাসাদ, ১,১৩,০০০ গৃহ এবং ৩৮০টি হাম্মামখানা ছিল। এছাড়া ২৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অসংখ্য লাইব্রেরিসহ জনগণের চিকিৎসার জন্য ৫০টি হাসপাতাল ছিল। তবে স্পেনের স্থাপত্যশিল্পের অসামান্য কৃতিত্ব বহন করছে কর্ডোভার জামে মসজিদ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কর্ডোভার স্থাপত্য ও শিল্পকলার অগ্রগতি তৎকালীন সময়ে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে অন্যতম স্থান দখল করেছিল।

**প্রশ্ন ৩৩** প্রতিপক্ষের আক্রমণে দাখেল আপনজন, ঘরবাড়ি সহায় সম্পত্তি হারিয়ে আজ নিঃশেষ ও রিক্ত। গৃহহীন পলাতক দাখেল বহু কষ্টে ঢাকায় আসে। ভাগ্য বিভ্রান্ত যুবক অনেক কষ্টে এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দের বাসার খোঁজ পায়। সেখানে সে আশ্রয় লাভ করে। তার মধ্যে নতুন করে বাঁচার প্রত্যয় জাগে। মেধাবী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী দাখেল অনেক পরিশ্রম করতে থাকে। জমানো টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে। বুদ্ধি ও পরিশ্রমে ব্যবসাকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যায়। বর্তমানে দাখেল একজন বিরাট শিল্পপতি।

[পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক. স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রি.? ১
- খ. আব্দুর রহমানকে আরবদের বাজপাখি বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের দাখেলের জীবন প্রবাহ স্পেনের কোন উমাইয়া শাসকের জীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত শাসকই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘরে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু করেন? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে।

**খ** প্রথম আব্দুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'আরবদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেন।

প্রথম আব্দুর রহমান ৩৩ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে একটি দক্ষ ও কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শনেও তিনি কুষ্ঠাবোধ করতেন না। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি তার গতিপথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে একক শক্তি দিয়ে নির্মূল করতেন।

**গ** উদ্দীপকের দাখেলের জীবনপ্রবাহ স্পেনের উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের জীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব ব্যক্তি কপর্দকহীন অবস্থা থেকে সাফল্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল অন্যতম। তিনি আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফার উমাইয়া নিধনযজ্ঞ থেকে সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান এবং নিজ যোগ্যতাবলে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩২ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। যা উদ্দীপকের দাখেলের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের ঘর-বাড়ি সহায় সম্পত্তি সব হারিয়ে ঢাকায় আসা মেধাবী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী দাখেল অনেক পরিশ্রম করে টাকা জমিয়ে ব্যবসা শুরু করে। বুদ্ধি ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সে তার ব্যবসাকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যায়। অনুরূপভাবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাসের উমাইয়া নিধনযজ্ঞ থেকে সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে দামেস্কে পলায়ন করেন। পরবর্তীতে মাসারার যুদ্ধে জয়লাভ ও কয়েকটি বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। অবশেষে তার সাম্রাজ্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে দীর্ঘ ৩২ বছর শাসন পরিচালনার পর অদম্য সাহসী এ শাসক মৃত্যুবরণ করেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

২৪ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত শাসক অর্থাৎ আব্দুর রহমান আদ-দাখিলই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘরে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

মুসলিম স্পেনের স্বর্ণযুগের প্রথম পদক্ষেপ ছিল আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের রাজত্বকাল। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় জ্ঞানচর্চা ও শিল্পকলার উৎকর্ষে তিনি অনন্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসারার' যুদ্ধে ইউসুফকে পরাজিত করে কর্ডোভা নগরী দখল করেন। তিনি কর্ডোভা নগরীকে বিশ্বের এক জমকালো নগরীতে পরিণত করেন। আব্দুর রহমান আদ-দাখিল ছিলেন শিল্প সাহিত্যে গভীর অনুরাগী একজন শাসক। তিনি কর্ডোভা নগরীতে বহু স্থাপত্য নির্মাণ করে এর জৌলুস বৃদ্ধি করেন। তিনি কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণ করতে ৮০,০০০ দিনার ব্যয় করেন। এটি সৌন্দর্য ও জাঁকজমকের দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্বের যে কোনো স্থাপত্যের সাথে তুলনীয়। অনিন্দ্য সুন্দর এ মসজিদটি ছিল 'তৎকালীন স্পেনীয় মুসলমানদের জন্য গৌরবের'। মার্টিন হিউমের মতে, তার রাজধানী ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জমকালো। তিনি কর্ডোভা নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এ নগরীতে আরও অনেক মসজিদ, হাম্মাম, দুর্গ, পুল নির্মাণ করেন। নাগরিকদের সুবিধার্থে এখানে তিনি একটি বৃহৎ অনিন্দ্য সুন্দর জলাধার নির্মাণ করেন। মার্টিন হিউমের মতে, তার রাজধানী ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জমকালো। তিনি কর্ডোভা নগরীকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন। পরবর্তী শাসকগণ এ নগরীর উৎকর্ষতা আরো বৃদ্ধি করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, আব্দুর রহমান আদ-দাখিল তার দীর্ঘ ৩৩ বছরের শাসনকালে তার কর্ডোভা নগরীকে অপূর্ণ এক নগরীতে পরিণত করেছিলেন।

**প্রশ্ন ৩৪** মানবজীবন ও মানুষের সংস্কৃতি পারস্পরিক সহায়ক শক্তি সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। স্পেনে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্থ-সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে। কর্ডোভার শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্পেনে শিক্ষার প্রচার প্রসারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে মুসলমানগণ।

(জ্যোতিষপুর গড়: গার্মিস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা)

- ক. খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান কখন ইন্তেকাল করেন? ১
- খ. স্পেনের স্থাপত্যশিল্পে উমাইয়াগণের অবদান ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্বীপকে কর্ডোভার শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্বীপকের উল্লিখিত দেশে শিল্পক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

### ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান ৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

খ. স্পেনের স্থাপত্যশিল্পে উমাইয়াগণ অসামান্য অবদান রাখেন। মুসলিম স্পেনের স্থাপত্যের ইতিহাসে উমাইয়াদের অনন্য কীর্তি ছিল আজ-জোহরা প্রাসাদ। তৃতীয় আব্দুর রহমান তার পত্নী আজ-জোহরার অনুরোধে তারই নামে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মনিমুক্তা খচিত স্তম্ভ রাজি ও অপূর্ণ নকশা সম্বলিত কাঠের বীম, মার্বেল ও স্ফটিক পাথরে নির্মিত স্তম্ভের ওপর বৃত্তাকার গম্বুজ, চৌবাচ্চা, ঝরণা, গজদন্ত ও আবলুস কাঠের গবাক্ষ ছিল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। এছাড়াও উমাইয়াদের অন্যতম স্থাপত্য কীর্তি হলো কর্ডোভা মসজিদ। এভাবে উমাইয়াগণ স্পেনের স্থাপত্য শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

গ. উদ্বীপকে কর্ডোভার শ্রেষ্ঠত্ব বলতে কর্ডোভার উন্নয়নকে বোঝানো হয়েছে।

প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা উমাইয়া শাসনে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে। এই শহরটি সমসাময়িক যুগে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শহর ছিল। কর্ডোভা নগরী ছিল সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুরক্ষিত। দৈর্ঘ্য ২৪ মাইল, প্রস্থ ৬ মাইল এবং ১৪ মাইল পরিধির কর্ডোভায় সে সময় লোকসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। এ শহরে পয়ঃপ্রণালি ও রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই বাতির সাহায্যে পথিক দশ মাইল যেতে পারত। অথচ সাতশত বছর পরেও লন্ডনে কোনো সরকারি বাতির ব্যবস্থা ছিল না।

উদ্বীপকে কর্ডোভা শহরের কথা বলা হয়েছে যেখানে পয়ঃপ্রণালি ও বাতির ব্যবস্থা ছিল এবং অসংখ্য মসজিদ, প্রাসাদ, গৃহ ছিল। অনুরূপভাবে

কর্ডোভাতে ৩০০ মসজিদ, ১০০ প্রাসাদ, ১,১৩,০০০ গৃহ এবং ৩৮০টি হাম্মামখানা ছিল। অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, জমকালো আজ-জোহরা প্রাসাদ, লক্ষাধিক অট্টালিকা, মর্মর প্রস্তর, প্রস্ফুটিতে পুষ্পোদ্যান ইত্যাদি কর্ডোভাকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করে। ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, সংগীত, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্ডোভা ছিল অতুলনীয়। ঐতিহাসিক হিট্রি এ প্রসঙ্গে বলেন, এ সময় উমাইয়াদের রাজধানী কর্ডোভা সংস্কৃতিতে ইউরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত শহর ছিল। কনস্টান্টিনোপল, বাগদাদসহ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি উন্নত শহরের মধ্যে এটি একটি ছিল। সুতরাং বলা যায়, উদ্বীপকে কর্ডোভা নগরীর শ্রেষ্ঠত্ব বলতে কর্ডোভার উন্নয়নের কথা বোঝানো হয়েছে।

ঘ. উদ্বীপকের উল্লিখিত দেশে অর্থাৎ স্পেনের শিল্পক্ষেত্রে মুসলমানদের অসামান্য অবদান রয়েছে।

স্পেনের মুসলমানদের রাজত্ব মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে একটি সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করে। প্রায় ৮০ বছর শাসন করে স্পেনকে গৌরবের শিখরে সমাসীন করার গৌরব অর্জন করে মুসলমানরা। স্পেনে ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও স্থাপত্যে অবদানের পাশাপাশি মুসলমানরা শিল্পক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। উদ্বীপকে স্পেনে মুসলমানদের অবদানের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্বীপকে দেখা যায়, স্পেনে শিক্ষা প্রচার-প্রসারে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্পেনে মুসলিম শাসনামলে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। সেচ ব্যবস্থার দ্বারা অনুর্বর ও পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা করা হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়। উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলে শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তার সময়ে কমপক্ষে ১,০০০ জাহাজ ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। সে সময়ে একমাত্র রাজধানীতেই ১৩,০০০ তাঁতশিল্প কারখানা ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, স্পেনের শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নে মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

**প্রশ্ন ৩৫** জনাব আহসান হাবিব গোবিন্দপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি তার একান্ত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। ইউনিয়নের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতই উন্নত ছিল যে, ব্যবসায়ীরা গভীর রাতে টাকা পয়সা নিয়ে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে যাতায়াত করতে পারত। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ করেন।

(উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা)

- ক. স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
- খ. স্পেনে প্রথম আব্দুর রহমান কীভাবে ক্ষমতা দখল করেন? ২
- গ. গোবিন্দপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন উমাইয়া শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্বীপকের চেয়ারম্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উক্ত উমাইয়া শাসকের অন্যান্য কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

### ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. স্পেনের উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমান আদ-দাখিল।

খ. আব্দুর রহমান আদ-দাখিল বিদ্রোহ দমনে অনন্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

কর্ডোভা দখল করে আব্দুর রহমান অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে মনোনিবেশ করেন। আরবরা সবসময়ই আব্দুর রহমানের বিরোধিতা করেছিল। আব্দুর রহমান দশ বছরের অল্পবয়সে চেষ্ঠায় আরব বিদ্রোহী অভিজাতদের পরাজিত করতে সমর্থ হন। ৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুর রহমান সারাগোসা নগরীর উপকণ্ঠে ফ্রান্সের রাজা শার্লমানকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে সমর্থ হন। ফলে শার্লমান আব্দুর রহমানের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন।



গ। উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের সাথে স্পেনের উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আদ দাখিল এর কাজের মিল রয়েছে।

আব্দুর রহমান আদ-দাখিল ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসারা' নামক যুদ্ধে স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফকে পরাজিত ও নিহত করে স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখলের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। তিনি স্পেনে সৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং জনকল্যাণমূলক বহু কাজ করেন। যেমনটি চেয়ারম্যান জনাব আহসান হাবিবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আহসান হাবিব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করেন ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করেন। আইন-শৃঙ্খলার এতটা উন্নতি ঘটান যে ব্যবসায়ীরা টাকা-পয়সা নিয়ে নিরাপদে চলতো এবং ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ করেন। ঠিক একইভাবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল ক্ষমতায় এসে স্পেনে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জনসাধারণের সুবিধার্থে একটি বৃহৎ অনিন্দ্য সুন্দর জলাধার নির্মাণ করেন। তার নির্মিত কর্ডোভা মসজিদটি ছিল তৎকালীন স্পেনীয় মুসলমানদের জন্য গৌরবের। তাই বলা যায়, আব্দুর রহমানের কাজগুলোর সাথে চেয়ারম্যান আহসান হাবিবের কাজের মিল রয়েছে।

ঘ। উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রথম আব্দুর রহমান স্পেনে স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

আব্দুর রহমান ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন করে একটি সৃষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তার রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য সামরিক বাহিনী ছিল শক্তির মূল উৎস। তার সেনাবাহিনীতে ২,০০,০০০ সদস্য ছিল। তিনি সমগ্র রাজ্যকে ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত করেন।

উদ্দীপকের চেয়ারম্যান আহসান হাবিবও জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন যা আব্দুর রহমানের কৃতিত্বের সাথে মিলে যায়। এছাড়াও আব্দুর রহমানের আরো কৃতিত্ব হলো তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। তিনি অসংখ্য মসজিদ, হাম্মাম, দুর্গ, পুল নির্মাণ করেন। তার নির্মিত মুনায়্যাত আল বুফাসায় সুস্বাদু ও পরিষ্কার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তিনি দানশীলতার ক্ষেত্রে ছিলেন অদ্বিতীয়।

সর্বোপরি প্রথম আব্দুর রহমান স্পেনীয় মুসলিম সভ্যতার সূচনার প্রাণপুরুষ ছিলেন।

৩৬। ভারতের মুঘল সম্রাট আকবরের রাজদরবারে বহু জ্ঞানী-গুণী সমাবেশ ঘটেছিল। তাদেরকে নবরত্ন বলা হতো। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবুল ফজল, তানসেন, বীরবল, রাজা টোডরমল প্রমুখ। আবুল ফজল ছিলেন সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ, তানসেন সঙ্গীতের মূর্তিনায় সম্রাটকে বিমোহিত করতেন, বীরবল সম্রাটকে গল্প শোনাতেন এবং টোডরমল সম্রাটকে রাজস্ব বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে তাদের অবদান ও প্রভাব ছিল অপরিসীম।

(বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা)

- ক. টুরসের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১
- খ. সেনাবাহিনী কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. সম্রাট আকবরের ন্যায় স্পেনের কোন মুসলিম শাসক বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত শাসকের সুনাম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধিতে রাজদরবারের ব্যক্তিদের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

#### ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। টুরসের যুদ্ধ ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ। সেনাবাহিনী হলো আব্দুর রহমান আন নাসির কর্তৃক গঠিত শক্তিশালী একটি সেনাবাহিনী।

আব্দুর রহমান আন নাসির তার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন এবং বৈদেশিক হামলা প্রতিহত করতে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তার উপস্থিতি ও স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে সেনাবাহিনী উজ্জীবিত এবং শত্রুবাহিনী ভীত। তিনি জার্মান, ফ্রান্সিস ইটালিয়ান বংশোদ্ভূত এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত

বিদেশিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন। তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন নজদ নামক একজন সেনাপতি।

গ। সম্রাট আকবরের ন্যায় স্পেনের মুসলিম শাসক আব্দুর রহমান আল আসওয়াত বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

চারজন ব্যক্তি আব্দুর রহমান আল আসওয়াতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। তারা হলেন- ফকিহ ইয়াহইয়া-বিন-ইয়াহইয়া, সংগীতজ্ঞ আবুল হাসান-বিন-নাফে ওরফে জিরিয়াব। খোজা নাসের এবং সুলতানা তারুব। আমির আব্দুর রহমানের রাজত্বকাল আড়ম্বর ও শান্তিপূর্ণ ছিল। তিনি ক্ষমতায় আসীন হয়ে শাসন কাঠামোকে সুবিন্যস্ত করেন। আব্দুল করিম ইবনে মুগীস ছিলেন তার প্রধান সেনাপতি ও সুযোগ্য মন্ত্রী।

তারা আব্দুর রহমান আল আসওয়াতকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন। উদ্দীপকেও একই বিষয় প্রতিফলিত হয়।

শাসককে সাহায্য করার জন্য অভিজাত শ্রেণির পরামর্শক থাকে। সম্রাট আকবর ও আব্দুর রহমান আল আসওয়াত এমন কিছু পরামর্শক পেয়েছিলেন যারা সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করেন। এ শ্রেণির মানুষের সঠিক দায়িত্ব পালন, পরামর্শ প্রদত্তি দ্বারা শাসকগণ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। উদ্দীপকে সম্রাট আকবর ও উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আল আসওয়াত ছিলেন এমনই দুজন শাসক। সুতরাং, স্পেনের শাসক আব্দুর রহমান আল আসওয়াতও উদ্দীপকের আকবরের মত বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ঘ। আব্দুর রহমান আল আসওয়াত এর সুনাম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধিতে তার রাজ দরবারের কতিপয় ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আব্দুর রহমান ধর্মবেত্তা ইয়াহইয়া-বিন-ইয়াহইয়া, সংগীতজ্ঞ জিরিয়াব, হাজিব খোজা নাসের এবং সম্রাজ্ঞী তারুব প্রমুখের পরামর্শ নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতেন। আব্দুর রহমান আল আসওয়াত যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন তাতে এসব খ্যাতিমান ব্যক্তির ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

উদ্দীপকে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে তার নবরত্ন এর অপরিসীম অবদান ছিল। একইভাবে আব্দুর রহমানের সুনাম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধিতে তার রাজদরবারের ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্মবেত্তা ইয়াহইয়া-বিন-ইয়াহইয়া একজন বিদ্বান ও মেধাবী ফকিহ ছিলেন। স্পেনে মালিকি মাজহাব প্রচলনে তার অবদান অপরিসীম। আব্দুর রহমান বিচার কাজে তার পরামর্শ নিতেন। দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলে সংগীতজ্ঞ জিরিয়াব অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। খলিফা হাবুন অর রশিদের দরবারে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ইসহাক মৌসুলির শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন জিরিয়াব। সুরের অপূর্ব স্বরকার তুলে শ্রোতাদের মুগ্ধ করার অনন্য ক্ষমতা ছিল তার। খোজা নাসের একজন অনারব ক্রীতদাস ছিলেন। অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন খোজা নাসের আব্দুর রহমানের প্রধান সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি দক্ষতার সহিত রাজকার্য সম্পাদন করে আমির ও মন্ত্রীসভা তারুবার অত্যন্ত পছন্দের মানুষে পরিণত হন। দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের স্ত্রী তারুব রূপে ও গুণে ছিলেন অনন্য সাধারণ। নিত্যানতুন পোশাক পরিচ্ছেদ চালু করে তিনি সুরচির পরিচয় দেন। তিনি বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে আমিরের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। শিক্ষাসংস্কৃতির উন্নয়নে তার অবদান অনস্বীকার্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, আব্দুর রহমান আল আসওয়াতের সুনাম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধিতে তার দরবারের এই চার ব্যক্তির অবদান ছিল অপরিসীম।

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

### অধ্যায়-৬: স্পেনে উমাইয়া শাসন

২৮২. কোন মুসলিম সেনাপতি স্পেন জয় করেন?

(জ্ঞান) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]

- ক) মুহম্মদ বিন কাসিম
- খ) তারিক বিন জিয়াদ
- গ) ওকবা বিন নাসিফ
- ঘ) কুতাইবা বিন মুসলিম

২৮৩. 'সিউটা' কিসের নাম? (জ্ঞান)

- ক) অজারাজ্যের
- খ) স্বীপের
- গ) পাহাড়ের
- ঘ) নদীর

২৮৪. স্পেন বিজয় করেন কে? (জ্ঞান)

- ক) খালিদ বিন ওয়ালিদ
- খ) মুসা ইবন নুসাইর
- গ) কুতাইবা বিন মুসলিম
- ঘ) তারিক বিন জিয়াদ

২৮৫. ফ্লোরিডা কে ছিলেন? (জ্ঞান)

- ক) রডারিকের কন্যা
- খ) উইটিজারের কন্যা
- গ) কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা
- ঘ) চার্লসের কন্যা

২৮৬. জিব্রাল্টার প্রণালির পূর্ব নাম কী? (জ্ঞান)

- ক) জবল আত জিয়াদ
- খ) জবল আত নুসাইর
- গ) জবল আত তারিক
- ঘ) জবল আত মুসলিম

২৮৭. প্রথম আবদুর রহমান ও ইউসুফের মধ্যে

সংঘটিত যুদ্ধের নাম— (জ্ঞান) [ইম্পাহানী  
পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা]

- ক) মাসারার যুদ্ধ
- খ) গোয়াডিলেট যুদ্ধ
- গ) সোভিলের যুদ্ধ
- ঘ) আর্টিডোনার যুদ্ধ

২৮৮. স্পেন বিজয়ের প্রাক্কালে আফ্রিকার খলিফা কে  
ছিলেন? (জ্ঞান)

- ক) মুসা বিন নুসাইর
- খ) আল ওয়ালিদ
- গ) আবদুর রহমান আদ দাখিল
- ঘ) আবদুল আজিজ

২৮৯. নরম্যান কাদের নাম? (জ্ঞান)

- ক) জার্মানদের একটি গোত্র

খ) স্পেনের একটি গোত্র

গ) আরবের একটি গোত্র

ঘ) ফ্রান্সের একটি গোত্র

২৯০. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজা কে  
ছিলেন? (জ্ঞান)

- ক) চার্লস
- খ) রডারিক
- গ) পেপিন
- ঘ) আবদুর রহমান আদ দাখিল

২৯১. কোন নদীর তীরে স্পেনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?  
(জ্ঞান) [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- ক) ফুরাত
- খ) গোয়াডিলেট কুইভার
- গ) টাইগ্রিস
- ঘ) নাফ

২৯২. 'ফিল আদ্রাহ আল আবদ' কাদের উপাধি ছিল?  
(জ্ঞান) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]

- ক) খোলাফায়ে রাশেদীন
- খ) উমাইয়াদের
- গ) স্পেনের মুর সুলতান
- ঘ) আব্বাসীয়দের

২৯৩. আবদুর রহমান আল গাফেকী কার উত্তরাধিকারী  
ছিলেন? (জ্ঞান)

- ক) আনসাবার
- খ) মুসা বিন নুসাইরের
- গ) খালিদ বিন ওয়ালিদের
- ঘ) মাগরিবের

২৯৪. আবদুর রহমান আল গাফেকীর সৈন্যবাহিনীর  
সাথে কোথায় চার্লস মার্টেলের বাহিনীর সাথে  
দেখা হয়? (জ্ঞান) [নিউ গড: ডিগ্রি কলেজ,  
রাজশাহী]

- ক) গোয়াডিলেট নদীর তীরে
- খ) টুরস প্রান্তরে
- গ) টুরস ও পয়টিয়ার্সের মধ্যবর্তী স্থানে
- ঘ) পয়টিয়ার্সে

২৯৫. আব্বাসি যুগের প্রথম খলিফা কে ছিলেন? (জ্ঞান)

- ক) আবদুর রহমান আদ দাখিল
- খ) আবুল আব্বাস আল সাফফাহ
- গ) আবদুর রহমান ইবনে মুয়াবিয়া
- ঘ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস

২৯৬. জাবের যুদ্ধ হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)

- ক) ৭৫০
- খ) ৭৫১
- গ) ৭৫২
- ঘ) ৭৫৩



২৯৭. আস সাফফাহ কেন উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেন? (অনুধাবন)

- ক) সিংহাসনের আরোহণ করার জন্য
- খ) খিলাফত সম্পূর্ণরূপে কন্টকমুক্ত করার জন্য
- গ) আব্বাসি বংশ প্রতিষ্ঠার জন্য
- ঘ) রাজ্য বিজয়ের জন্য

২৯৮. কে কর্ভোভা নগরীকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন? (জ্ঞান)

- ক) রডারিক
- খ) কাউন্ট জুলিয়ান
- গ) আবদুর রহমান আদ দাখিল
- ঘ) আবুল আব্বাস

২৯৯. কে কর্ভোভা নগরীকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, বুলনা]

- ক) রডারিক
- খ) কাউন্ট জুলিয়ান
- গ) আবদুর রহমান আদ দাখিল
- ঘ) আবুল আব্বাস

৩০০. খলিফা আল মনসুর কেন আবদুর রহমানকে আরবের রাজপাশি বলে অভিহিত করেছেন? (অনুধাবন)

- ক) স্পেন বিজয়ের জন্য
- খ) কৃতিত্ব ও গুণাবলির জন্য
- গ) কর্ভোভাকে জাঁকজমক করার জন্য
- ঘ) মসজিদ নির্মাণের জন্য

৩০১. আবদুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কী ছিল? (অনুধাবন) [নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]

- ক) মসজিদ নির্মাণ
- খ) কর্ভোভাকে জাঁকজমকপূর্ণ করা
- গ) রাজ্য বিস্তার
- ঘ) স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা

৩০২. তিনি খ্রিস্টান ও ফাতেমিদের স্পেন জয়ের আশা ধূলিস্যাৎ করে দেন— স্পেন বিজয়ের ইতিহাস পড়ে তুমি কার কথা উল্লেখ করবে? (প্রয়োগ) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর]

- ক) রডারিকের
- খ) প্রথম আবদুর রহমানের
- গ) দ্বিতীয় আবদুর রহমানের
- ঘ) তৃতীয় আবদুর রহমানের

৩০৩. আবদুর রহমান আদ দাখিলের যুগকে স্পেনের স্বর্ণযুগের প্রথম পদক্ষেপ বলা হয় কেন? (অনুধাবন)

- ক) তার সময় স্পেনে উন্নয়নের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা পায়

৩০৪. আরবীয় অবদান, রীতিনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশাসনের দলকে কী বলা হতো? (জ্ঞান)

- ক) সোজাদেব
- খ) মোজারেব
- গ) আল আওসাত
- ঘ) আরবীয়

৩০৫. ওমর বিন হাফসুন কে ছিলেন? (জ্ঞান)

- ক) খলিফা
- খ) সেনাপতি
- গ) বিদ্রোহী নেতা
- ঘ) শাসক

৩০৬. কাকে 'Saviour of Spain' বলা হয়? (জ্ঞান)

- ক) প্রথম আবদুর রহমানকে
- খ) তারিক বিন যিয়াদকে
- গ) দ্বিতীয় আবদুর রহমানকে
- ঘ) তৃতীয় আবদুর রহমানকে

৩০৭. সুলতানা তারুব কে ছিলেন? (জ্ঞান) [সরকারি কে.সি. কলেজ বিনাইদহ]

- ক) প্রথম আ. রহমানের স্ত্রী
- খ) প্রথম হিসামের স্ত্রী
- গ) দ্বিতীয় আ. রহমানের স্ত্রী
- ঘ) তৃতীয় আ. রহমানের স্ত্রী

৩০৮. ওমর আ. রহমান কত সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান) [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- ক) ৯১২
- খ) ৯১৩
- গ) ৯১৪
- ঘ) ৯১৫

৩০৯. টলেডোবাসীর বিদ্রোহ হয় কত সালে? (জ্ঞান)

- ক) ৯৩০
- খ) ৯৩১
- গ) ৯৩২
- ঘ) ৯৩৩

৩১০. ফাতেমি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞান)

- ক) উমর বিন হাফসুন
- খ) আবদুর রহমান
- গ) ইবন মাসারা
- ঘ) ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী

৩১১. কর্ভোভা মসজিদ নির্মাণে কত হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করা হয়? (জ্ঞান) [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা]

- ক) ৭০ হাজার
- খ) ৮০ হাজার
- গ) ৯০ হাজার
- ঘ) ৯৫ হাজার

৩১২. তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক গঠিত বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী কী নামে পরিচিত ছিল? (জ্ঞান) [মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- ক) ম্লাভ বাহিনী
- খ) স্পেনিজ বাহিনী
- গ) আর্মড বাহিনী
- ঘ) কমান্ডো বাহিনী

৩১৩. আবদুর রহমান কোথায় ঐতিহাসিক আজ-

জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন? (অনুধাবন)

- ক) মাসারার Hill of the Bridge এর পাদদেশে
- খ) সেভিলের Hill of the Birde এর পাদদেশে
- গ) কর্ভোভার Hill of the Birde এর পাদদেশে
- ঘ) গ্রানাডার Hill of the bride এর পাদদেশে

৩১৪. আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের জনক কাকে বলা হয়? (জ্ঞান)

- ক) ইবন হায়সাম
- খ) ইবন তোফায়েল
- গ) আল ইদ্রিসি
- ঘ) ইবন খালদুন

৩১৫. ফার্ডিন্যান্ড কে ছিলেন? (জ্ঞান)

- ক) কর্ভোভার রাজা
- খ) সেভিলের রাজা
- গ) আরাগনের রাজা
- ঘ) ক্যান্টাইলের রাজা

৩১৬. কে মৃত্তা বাহিনী গঠন করেছিলেন? (জ্ঞান)

- ক) তৃতীয় আবদুর রহমান
- খ) দ্বিতীয় হাকাম
- গ) আল মনসুর
- ঘ) হাজিব আল মনসুর

৩১৭. কর্ভোভাকে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কী বলা হতো? (জ্ঞান)

- ক) Iron of the world
- খ) Gold of the world
- গ) Jewel of the world
- ঘ) Diamond of the world

৩১৮. জোহরা প্রাসাদ কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)

[আইডিয়াল স্কুল অ্যাড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

- ক) মাদ্রিদে
- খ) সিউটায়
- গ) বার্সিলোনায়
- ঘ) কর্ভোভায়

৩১৯. কাকে আধুনিক আলোক বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা হয়? (জ্ঞান)

- ক) ইবনে হায়সামকে
- খ) ইবনে হাইওয়ানকে
- গ) ইবনে সিনাকে
- ঘ) ইবনে বাজাহকে

৩২০. 'তারিখ ইফতিতা আল আন্দালুস' গ্রন্থের লেখক কে? (জ্ঞান)

- ক) ইবনে খালদ
- খ) ওয়াহিদ আল মারাকেসী
- গ) আল ফাসদী
- ঘ) ইবনে আল কুতিয়ার

৩২১. আল গাফিকী ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। এর যথার্থ কারণ কী? (অনুধাবন)

ক) কৃষিবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন

খ) বৃক্ষের নাম প্রদান করেন

গ) নতুন ঔষধ প্রস্তুত করেন

ঘ) দর্শনশাস্ত্রে অবদান রাখেন

৩২২. গ্রানাডায় আল হামরা কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)

[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]

- ক) প্রথম আবদুর রহমান
- খ) হিশাম
- গ) দ্বিতীয় আবদুর রহমান
- ঘ) গ্রানাডার নাসিরী বংশের মুহাম্মদ আল গালীব

৩২৩. মুসলিম বিজয়ের প্রাকালে তৎকালীন স্পেনে কয় শ্রেণির লোক বসবাস করত? (জ্ঞান)

- ক) ২
- খ) ৩
- গ) ৪
- ঘ) ৬

৩২৪. আমিরাত প্রতিষ্ঠার পূর্বে কোন দুই গোত্রের গৃহযুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে? (জ্ঞান)

- ক) আব্বাসি-হিমারীয়
- খ) হিমারীয়-উমাইয়া
- গ) হিমারীয়-মুদারীয়
- ঘ) মুদারীয়-আব্বাসি

৩২৫. মুসলমানদের স্পেন আগমনের প্রাকালে রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)

- ক) মাদ্রিদ
- খ) সেভিল
- গ) টুরস
- ঘ) কর্ভোভা

৩২৬. শেরশাহ উপমহাদেশে ঘোড়ার ডাক প্রচলন করেন। তাঁর সাথে স্পেনের কোন রাজার সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)

- ক) আবদুর রহমান আদ দাখিলের
- খ) রডারিকের
- গ) ইউসুফের
- ঘ) আল মনসুরের

৩২৭. আব্দুল্লাহ কত সালে কর্ভোভায় ক্ষমতা গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

- ক) ৮৮৫
- খ) ৮৮৬
- গ) ৮৮৭
- ঘ) ৮৮৮

৩২৮. স্পেনের জাণকর্তা বলা হয় কাকে? (জ্ঞান)

- ক) প্রথম আবদুর রহমানকে
- খ) দ্বিতীয় আবদুর রহমানকে
- গ) প্রথম হাকামকে
- ঘ) তৃতীয় আবদুর রহমানকে

৩২৯. ১০৩১ সালে খিলাফতের পতনের ফলাফল কী ছিল? (অনুধাবন)

- ক) মুসলমানরা চিরতরে নিষিদ্ধ
- খ) কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে
- গ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা



৩৩০. মুসলিমদের আগমনের পূর্বে স্পেনের অবস্থা ছিল— (অনুধাবন) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর]
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে
  - শাসকদের মধ্যে হুম্ব
  - অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      খ) i ও iii  
গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৩৩১. রাজা রডারিকের কুশাসনে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল— (অনুধাবন)
- ক্লীতদাসরা
  - ইহুদিগণ
  - ভূমিদাসরা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      খ) i ও iii  
গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৩৩২. স্পেনীয় শাসক মুহাম্মদ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন— (অনুধাবন)
- প্রজারঞ্জকতার জন্য
  - জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখার জন্য
  - দূর দর্শিতার জন্য
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      খ) i ও iii  
গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৩৩৩. খলিফা হাশিম উমরকে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত করেছিলেন— (অনুধাবন)
- উন্মুক্ত ভরবারির ভয়ে
  - সামরিক দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে
  - সাংগঠনিক দক্ষতা দেখে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      খ) i ও iii  
গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৩৩৪. স্পেনে আরব মুসলিম শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল— (অনুধাবন)
- সামরিক দক্ষতার ওপর
  - অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ওপর
  - সচেতন জনগোষ্ঠীর ওপর
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii      খ) i ও iii  
গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
- উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬৮ ও ৩৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
- রাজা জন তার পূর্ববর্তী ও ন্যায় সজ্ঞাত শাসক, রাজা

মিন্টনকে হত্যা করে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করেন।  
[সরকারি কে.সি. কলেজ থিনাইদহ]

৩৩৫. উদ্দীপকে রাজা জনের সাথে স্পেনের কোন

শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)

ক) উইটিজার      খ) রডারিক

গ) কাউন্টজুলিয়ান      ঘ) অচিলা

৩৩৬. উক্ত শাসকের আমলে স্পেনের রাজধানী ছিল—  
(উচ্চতর দক্ষতা)

ক) টলেডো      খ) কর্ডোভা

গ) সিউটা      ঘ) গ্রানাডা

উদ্দীপকটি পড়ে এবং ৩৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শিবগঞ্জের রিয়াজউদ্দীন ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে তা পিতার জমিদারি হতে বিতাড়িত হন। তিনি বিশ্বস্ত চাকরদের নিয়ে মামার বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং জমিদারি পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। এক পর্যায়ে অন্যের সহায়তা ও নিজের দৃঢ় মনোবলের কারণে মনোহরপুরে জমিদারি প্রতিষ্ঠান ও সুশাসন কায়েম করেন। [কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া]

৩৩৭. উদ্দীপকের বর্ণিত রিয়াজউদ্দীনের সাথে কোন

উমাইয়া শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে— (প্রয়োগ)

ক) দ্বিতীয় হাকাম

খ) তৃতীয় আবদুর রহমান

গ) প্রথম হিশাম

ঘ) প্রথম আবদুর রহমান

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩৮ ও ৩৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মাজেদ স্পেনের একজন শাসক সম্পর্কে পড়ছিল। তিনি আমির হিসেবে যেমন যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন তেমনি খলিফা হিসেবেও ছিলেন অতুলনীয়। তিনি আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৭ বছর আর খলিফা হিসেবে ৩৩ বছর।

৩৩৮. মাজেদ কোন শাসক সম্পর্কে পড়ছিল? (প্রয়োগ)

ক) প্রথম আবদুর রহমান

খ) আল হাকিম

গ) তৃতীয় আবদুর রহমান

ঘ) আল মুনজির

৩৩৯. উক্ত শাসক আমির হিসেবে অবদান রাখেন—  
(উচ্চতর দক্ষতা)

i. কারমেনির বিদ্রোহ দমনে

ii. জুমুআর খুৎবায় নিজের নাম সংযোজনে

iii. উমর ইবনে হাফসুনকে দমনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii